তারাতন্ত্রম্

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

তারাতন্ত্রম্

(ভূমিকা, সানুবাদ মূল, পাঠান্তর, পরিশিষ্ট সহ)

শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি)

এম.এ.- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; তন্ত্রভারতী; তন্ত্রাচার্য্য;
তান্ত্রিকাচার্য্য; তন্ত্রবিশিষ্টাচার্য্য; তন্ত্রসিদ্ধান্তশাস্ত্রী।।

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড • কোলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ পত্র

শ্রী শ্রী তারা পূজার এই অর্ঘ্যটি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যার (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় - বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ) শ্রীকরকমলে অর্পিত হইল।।

প্রাক্‌কথন

শ্রী শ্রী ব্রহ্মময়ীর অসীম কৃপায় 'তারাতন্ত্রম্' প্রকাশিত হইল। তন্ত্রসাহিত্যের দুটি শাখা। শাস্ত্রগ্রন্থ এবং নিবন্ধগ্রন্থ। শাস্ত্রগ্রন্থগুলির বক্তা স্বয়ং শিব এবং নিবন্ধগ্রন্থগুলির রচয়িতা পণ্ডিত ও সাধকবর্গ। তন্ত্র মূলতঃ শিব-পার্ব্বতী বা ভৈরব-ভৈরবীর কথোপকথন। শাস্ত্রীয় তন্ত্রগ্রন্থ আগম ও নিগম ভেদে দ্বিবিধ। আগমে শিব বক্তা - পার্বতী শ্রোত্রী এবং নিগমে পার্বতী বক্ত্রী - শিব শ্রোতা। অবশ্য তন্ত্রে পরম গুরু শিবই। তিনি কার্তিকেয়, নারদ, ব্রহ্মভৈরবকেও তন্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

তন্ত্র গুরুমুখী। বেদ বিদ্যা হইতেও ইহা প্রাচীনতর। তন্ত্রের বেশিরভাগ শব্দই পারিভাষিক। আর পরিভাষার অর্থবোধ প্রধানত গুরুমুখগম্য। তন্ত্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর বীজ, মন্ত্র, যন্ত্র এবং রহস্যপূজা পদ্ধতির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'বীজনির্ঘন্টু' তন্ত্রের অবিস্মরণীয় দান।

আটটি 'যামল' ও তিনটি 'ডামর' সহ 'সময়াচার তন্ত্র' চৌষট্টি ভাগে বিভক্ত। এছাড়াও অগণিত 'উপতন্ত্র' আছে। আছে বহু বৌদ্ধতন্ত্র। তবে তন্ত্রের যে কোন মুদ্রিত গ্রন্থই প্রামাণ্য নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূল পুঁথির সহিত এগুলির অনেক বৈসাদৃশ্য বর্তমান। এমনও হয়, কোন কোন অংশ এতই আধুনিক ভাষায় প্রক্ষিপ্ত যে, সেগুলিকে কিছুতেই মূল গ্রন্থের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তন্ত্রের প্রাচীন নির্ভরযোগ্য পুঁথি সংগ্রহ বেশ পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার। যথাযোগ্য সংরক্ষণের অভাবে অধিকাংশ পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি আছে যাহা ব্যক্তিগত অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দরুন পারিবারিক তত্ত্বাবধানে সিন্দূর-চন্দনচর্চিত হইয়া ক্রমশঃ পঞ্চত্বপ্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের উদ্দেশ্য তন্ত্রের এই সব দুর্লভ পুঁথিগুলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে প্রকাশ করা। নবভারত প্রকাশনার উদ্যোগে এর মধ্যেই বহু দুর্লভ পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এরকমই একটি গ্রন্থ এই 'তারতন্ত্রম্'।

গ্রন্থ-পরিচিতি — 'তারাতন্ত্রম্'

তারাতন্ত্রের চারটি মূল পুঁথি পাইয়াছি। এগুলির কোনটিরই কোন নির্দিষ্ট সন-তারিখ নাই। একটির সহিত অন্যটির বিস্তর ফারাক আছে। আমি প্রামাণ্য পাঠান্তরগুলি রাখিয়া সমগ্র গ্রন্থটি সম্পাদনার চেষ্টা করিয়াছি। এই পুঁথিগুলি বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আচার্যদের নিকট দীর্ঘকাল রক্ষিত ছিল। তাঁহারা এসব বিধি নিয়া প্রত্যক্ষকল্পে তারাসাধন করিয়াছেন বা করিতেছেন। তারাতন্ত্রের অনেক পাঠান্তর পাদটীকায় দিয়াছি। সাধকগণ সম্প্রদায়গত আচার

ও বিধি অনুযায়ী এইগুলি মূলের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইবেন।

তারাতন্ত্রের 'গুহ্যবিদ্যা' অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করা অবিধেয়। তবে গুরু তন্ত্রমতে যথাশাস্ত্রোক্ত বিধানে অভিষিক্ত শিষ্যকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অতি গোপনে এই বিদ্যা অভ্যাস করাইবেন। আর শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া অনধিকারী ব্যক্তি গুরুর অনুমতি ব্যতীত এসব অভ্যাস করিলে রৌরব নরকে পতিত হইবেন, চরিত্রদুষ্টি ঘটাইবেন এবং পরিশেষে আপনার চরম অনিষ্ট সাধন করিবেন।

তারাতন্ত্রের ভৈবর-ভৈরবী প্রকৃত প্রস্তাবে শিব ও পার্ব্বতী। তারাতন্ত্রের গুহ্যবিদ্যা ক্রমশ অতি ধীরে ধীরে পরস্পরের কথোপকথনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গুহ্যবিদ্যায় স্বয়ং বিষ্ণু, বুদ্ধ জনার্দ্দন, সদাশিব, বশিষ্ঠ, দুর্বাশা, ব্যাসদেব, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ, ভীম, অর্জুন ও আরো অনেক সাধকগণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যদিও তারা-পূজার বিশদ নিয়মাবলী ইহাতে নাই। তারাতন্ত্রের সহিত মহাচীনক্রমাচারসারতন্ত্র, তোড়লতন্ত্র, রুদ্রযামল, ব্রহ্মযামল, নীলতন্ত্র, মহানীলতন্ত্র, তারারহস্যবর্তিকা, তারারহস্যম্, একজটাকল্প, একবীরকল্প, তারারত্নম্ প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত নিয়মগুলি সম্মিলিত করিলে পূর্ণাঙ্গ তারাসাধন প্রণালী অবহিত হওয়া যাইবে। তবে এই সকল গুপ্তবিদ্যা কৃতবিদ্য গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া অভ্যাস করিতে হয়। প্রত্যক্ষকল্পে তারাসাধন করাইতে পারেন এমন সিদ্ধ সাধক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুর্লভ। তবে নেপালের বৌদ্ধলামাদের মধ্যে ইহার গভীর চর্চা আজিও প্রচলিত আছে। তারাতন্ত্রমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুঁথিটি এরকমই এক অখ্যাত লামাগোষ্ঠির নিকট রক্ষিত ছিল। এই সব বৌদ্ধ সাধকদের বিশ্বাস অর্জন করিয়া তারাসাধনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে তবেই বিভিন্ন তারাতন্ত্র সাধন ও সংগ্রহ সম্ভব। 'তারারহস্যবর্তিকা'য় তারাতন্ত্রমের পরবর্ত্তী গুহ্যবিদ্যার নির্দেশ আছে। এই গ্রন্থটি এতই গুহ্যতত্ত্বনির্দেশক যে এটির মুদ্রণ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য জানাইতেছি যে, হিন্দুদের উপাস্য তারামূর্তির সহিত বৌদ্ধ তারামূর্তির উল্লেখযোগ্য তফাৎ আছে, যদিও একসময় সনাতন ধর্মীরা বৌদ্ধতারারই উপাসনা করিতেন। আদি শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই সনাতনধর্মীরা বর্তমানে চলিত তারামূর্তির উপাসনা শুরু করেন।

তারাতন্ত্রমে মোট ছটি পটল আছে। বারাহীতন্ত্রম্-এর মতে তারাতন্ত্রকে একসময় 'মহাতন্ত্র' বলা হইত। তখন এতে প্রায় বারো হাজারেরও অধিক শ্লোক ছিল। কিন্তু অধুনা ছটি পটলে বিভক্ত এই শ্লোক কয়টি ব্যতীত আর সব কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

প্রথম পটল

এই পটলে মোট ২৯টি শ্লোক আছে। এখানে তারার মন্ত্ররাজ পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের (ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্) সূত্র দেওয়া আছে। এই মন্ত্রে বুদ্ধ জনার্দ্দন ও বশিষ্টদেব সিদ্ধি লাভ করেন। প্রথম

পটলের শেষাংশে তন্ত্রোক্ত প্রাতঃকৃত্যবিধি ও গুরুপাদুকাসাধন বিধি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৭-২০ নং শ্লোকে শ্রীগুরুর সবচেয়ে বিখ্যাত স্তবটি স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয় পটল

এই পটলে মোট ৫৫টি শ্লোক আছে। তারা সাধনার তিনটি প্রচলিত গুহ্যাচার আছে। অপর দুটি গুহ্যাচার এই তারাতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে বিবৃত হইয়াছে। এই গুহ্যাচারদ্বয়ের প্রথমটি হইল মানস সাধন পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি যন্ত্রসাধন পদ্ধতি। মানস সাধন পদ্ধতি আছে ৩-৩০ নং শ্লোকে, আর যন্ত্রসাধনপদ্ধতি আছে ৩১-৫৫ নং শ্লোকে।

তৃতীয় পটল

এই পটলে মাত্র ১১টি শ্লোক আছে। এখানে তারা সাধনায় বিজয়ার (সিদ্ধি) প্রয়োগবিধি দেওয়া হইয়াছে। এই পটলে ভক্তিযুক্তচিত্তে তারিণীদেবীর ধ্যান করিবার নির্দেশ আছে। তবে এই পটলে দেবীর ধ্যান নাই। এই গ্রন্থে তারার কোন স্তোত্রও পাওয়া যাইবে না।

চতুর্থ পটল

এই পটলে শ্লোক সংখ্যা ২১। ইহাতে তারা সাধনায় গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরুর স্বরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছে। তারা সাধনায় গুরু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অক্ষোভ্য, মন্ত্রদাতা গুরু পরমগুরু, শিব পরাপরগুরু এবং পার্ব্বতী পরমেষ্ঠিগুরু। গুরুবর্গের প্রতি ব্যবহারবিধি ব্যক্ত করিবার পর ভগবান শিব অতি গোপনীয় বীরাচারী তারাসাধন প্রণালী ব্যক্ত করিয়াছেন।

পঞ্চম পটল

পঞ্চম পটলে ২২টি শ্লোক আছে। ইহাতে তারা মন্ত্রের পুরশ্চরণ বিধি বিস্তৃতভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। ইহার পর আছে রুধির দান বিধি। কোন্ রুধির দেবীর অধিক প্রিয় — মনুষ্য না পশু? দেহের কোন্ কোন্ অঙ্গ হইতে রুধির দান করা যাইতে পারে? স্ত্রীলোক কি রুধির দান করিতে পারে? — এমন বহু তথ্যের সমাবেশ আছে এই পটলে।

ষষ্ঠ পটল

এই পটলের শ্লোক সংখ্যা ১২। এইটি ফলশ্রুতি বিষয়ক পটল। তারাসাধনের গভীর ফলরহস্য এই পটলে ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীগুরুপাদুকার শক্তি বলেই এই গ্রন্থটি স্ফূরিত হইল। এই গ্রন্থের যাহা কিছু ভালো তাহা আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি)-এর অহৈতুকী করুণার দান। আর যাহা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা আমার একান্ত ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা। সহৃদয় সাধক ও পাঠকবর্গ শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ এই সব ভ্রমগুলির সংশোধনী পাঠাইলে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিব। গ্রন্থটি অনুবাদকালে নিত্য নিয়মিত উৎসাহ দান করিয়াছেন **মেহারের দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ সর্বানন্দ ঠাকুরের বংশাবতংস শ্রী মলিন বরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর** দর্শনবিদ্যাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়। ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ধৃষ্টতা আমার নাই।

গ্রন্থটি সাধক সমাজে সমাদৃত হইলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

ইতি,

শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপাকিংকর,

শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ

ভৈরব (গিরি)।

সূচীপত্র

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমস্তারিণ্যৈ।।

কৈলাসশিখরে রম্যে দেবদেবং মহেশ্বরম্।
পপ্রচ্ছ ভৈরবী দেবী শয়নীয়ে সুখোষিতা ।। ১।।
পুরা যৌ কথিতৌ বুদ্ধবশিষ্ঠৌ কুলভৈরবৌ।
কেন মন্ত্রেণ দেবেশ! সিদ্ধৌ তৌ বদ মে প্রভো! ।। ২।।

ভৈরব উবাচ (১)।

স এব পরমো দেবো বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ।
উগ্রতারা-মহামন্ত্রং পঞ্চার্ণং পরিজপ্য চ ।।৩।।
সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মকর্ত্তা চ.(২) অজরামরতাং যযৌ।
বশিষ্ঠোহপ্যেন (৩) মারাধ্য নক্ষত্রলোকমাগতঃ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ — ওঁ তারিণীদেবীকে নমস্কার।

রমণীয় কৈলাসশিখরে শয্যায় সুখে অবস্থিতা দেবী ভৈরবী দেবদেব মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন - হে দেবেশ! পূর্ব্বে যে কুলভৈরব বুদ্ধ ও বশিষ্ঠের কথা বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! তাঁহারা কি মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। (১-২)

শ্রীভৈরব বলিলেন - সেই পরম দেব বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন পঞ্চার্ণ (অর্থাৎ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ - এই পঞ্চ বর্ণ বিশিষ্ট) উগ্রতারা মহামন্ত্র জপ করিয়া অজরামরতা ও সৃষ্ট্যাদি-কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন। সেইরূপ বশিষ্ঠও ইঁহার আরাধনা করিয়া নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৩-৪)

ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীনাথাদিনাথগুরবে স্বামিনে মহাকালায় মহাকালীযুক্তায় পরমকারুণিকায় ভগবতে পরমেশ্বরায় গৌরীনাথায় নমঃ। (১) শ্রীভৈরব উবাচ। (২) স্রষ্টা চ কর্ম্মকর্ত্তা চ। (৩) প্যেনামারাধ্য।

যোগসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা দ্যোততেহদ্যাপি বল্লভে।
তদুদ্ধারমতং (১) বক্ষ্যে যতঃ সর্ব্বেশ্বরো ভবেৎ।। ৫।।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা কুলকামিনী।
কূর্চ্চমন্ত্রং মন্ত্ররাজো দেবদ্রুম ইবাপরঃ।। ৬।।
অনেনৈব সমারাধ্য সর্ব্বেশোহভূৎ সদাশিবঃ।
দুর্ব্বাসা-ব্যাস-বাল্মীকি-ভারদ্বাজাদিকঃ (২) কবিঃ।। ৭।।
ভীমসেনার্জ্জুনাদ্যাস্তে ক্ষত্রিয়া জয়িনোহভবন্ (৩)।
ইতি তে কথিতং দেবি! রহস্যং পরমোত্তমম্।। ৮।।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি।। ৯।।

ভৈরব্যুবাচ (৪)।

ত্বৎপ্রসাদাদহং (৫) দেব! শ্রুতো মন্ত্রঃ সুরদ্রুমঃ।
বৌদ্ধদেবেন (৬) যচ্চীর্ণং প্রাতঃকৃত্যং বদস্ব (৭) (মে) ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ — হে বল্লভে। (বশিষ্ট) যোগসিদ্ধীশ্বর হইয়া আজিও (সেই নক্ষত্রলোকে) শোভা পাইতেছেন। সেই পঞ্চবর্ণের উদ্ধার বলিতেছি, যাহার দ্বারা সাধক সর্ব্বেশ্বর হইতে পারে। প্রথমে প্রণব (ওঁ) উল্লেখ করিয়া হৃল্লেখা (হ্রীং), কুলকামিনী (স্ত্রীং), কূর্চ্চমন্ত্র (হুং) ও মন্ত্ররাজ (ফট্) (অর্থাৎ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্) — এই মন্ত্র অপর দেবদ্রুমের ন্যায়। (৫-৬)

এই মন্ত্রে আরাধনা করতঃ সদাশিব সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন। দুর্ব্বাসা, ব্যাস, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ প্রভৃতি কবি (ক্রান্তদর্শী) এবং ভীমসেন, অর্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ জয়ী হইয়াছিলেন। হে দেবি! এই তোমাকে পরম উত্তম রহস্য বলিলাম। যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে অতিশয় যত্ন সহকারে ইহা গোপন করিবে। (৭-৯)

শ্রীভৈরবী বলিলেন — হে দেব! আপনার প্রসন্নতায় আমি এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে বুদ্ধদেব যে প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বলুন। (১০)

---

(১) মথো। (২) ভরদ্বাজাদিকঃ। (৩) জয়িনো রণে। (৪) শ্রী ভৈরব উবাচ। (৫) দয়ং। অয়মেব সাধীয়ান্। (৬) বুদ্ধদেবেন ইতি যুক্তঃ পাঠঃ। (৭) তদাথ (মে)।

ভৈরব উবাচ ।

প্রাতঃকৃত্যং প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধো ভবেন্নরঃ।
উত্তরপ্রহরে মন্ত্রী সহস্রদল পঙ্কজে।। ১১।।
কর্ণিকান্তর্গতে পীঠে চন্দ্রমণ্ডলসন্নিধৌ (৮) ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং (৯) শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতম্।। ১২।।
বরাভয়করং শান্তং প্রসন্নবদনেক্ষণম্।
গন্ধপুষ্পাদি-ভূষাঢ্যং (১০) দয়িতাশক্ত (১১) মানসম্ ।। ১৩।।
ইতি ধ্যাত্বা তু গুরবে (১) পাদ্যাদ্যৈ র্মানসৈ র্যজেৎ (২)।
ত্রিধা বা সপ্তধা বাপি দশধা প্রজপেন্মনুম্ (৩)।। ১৪।।
বাগ্ভবং (পূর্ব্বমুচ্চার্য্য গুরুং তদ্দয়িতাভিধাম্।
শ্রীপাদুকাং)পূজয়ামি নমো মন্ত্রো গুরুপ্রিয়ঃ (৪)।। ১৫।।
গুহ্যাতিমন্ত্রতো মন্ত্রী সমর্প্য স্তবমাচরেৎ।। ১৬।।
ওঁ নমস্তে ভগবন্নাথ! শিবায় ব্রহ্মরূপিণে।
বিদ্যাবতার-সংসিদ্ধৌ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ!।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ — শ্রীভৈরব বলিলেন — প্রাতঃকৃত্য বলিতেছি, যাহা দ্বারা লোকে (সাধক) সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। মন্ত্রী (মননশীল সাধক) রাত্রির শেষ প্রহরে সহস্রদল কমলের কর্ণিকার অন্তর্গত চন্দ্রমণ্ডলতুল্য পীঠে শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবেন। (ধ্যান বলিতেছেন) শ্রীগুরুদেব শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য, শুদ্ধক্ষৌম বস্ত্র-পরিহিত, বরাভয়কর, শান্ত, তাঁহার বদন ও নয়ন প্রসন্ন, গন্ধপুষ্পাদিভূষণে বিভূষিত, এবং দয়িতাতে তাঁহার মন সমাসক্ত।। (১১-১৩)

এইরূপে ধ্যান করিয়া পাদ্যাদির দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মানস পূজা করিবে। তারপর তিনবার, সাতবার বা দশবার মন্ত্র জপ করিবে। প্রথমে বাগ্ভব (ঐং) উচ্চারণ করিয়া শ্রী গরুদেব ও তাঁহার প্রিয় শ্রীপাদুকাকে পূজা করিয়া নমস্কার করিতেছি। এই মন্ত্র শ্রীগুরুদেবের প্রিয়। তারপর 'গুহ্যাতিগুহ্য' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিয়া সাধক স্তব করিবেন।। (১৪-১৬)

---

(৮) সন্নিভে। (৯) ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং। (১০) শুদ্ধগন্ধাদ্যভূষিতং। (১১) সক্ত-। (১) স্বগুরবে। (২) জপেৎ। (৩) সংজপেৎ। দশধেয়ং জপেন্মনুম্। (৪) গুরোঃ প্রিয়ে!।

ভবায় ভবরূপায় পরমাত্ম-স্বরূপিণে।

সর্ব্বাজ্ঞানতমোভেদ (৫) ভানবে চিন্ময়ায় তে।। ১৮।।

স্বতন্ত্রায় দয়ালিপ্ত - (৬) বিগ্রহায় শিবাত্মনে।

পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভবদায়িনে।। ১৯।।

বিবেকিনাং বিবেকায় বিমর্ষায় বিমর্ষিণাম্।

প্রকাশিনাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে।। ২০।।

স্তুত্বা (৭) হজ্ঞানেতি-মন্ত্রেণ নমস্কারং সমাচরেৎ।

মূলাধারে মূলবিদ্যা - (৮) স্বরূপাং কুলকুণ্ডলীম্।। ২১।।

সূর্য্যকোটি - (৯) প্রতীকাশাং বিষতন্তুতনীয়সীম্।। ২২।।

প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।

হংসো-মন্ত্রেণ তস্যাশ্চ চৈতন্যং যোজয়েত্ততঃ (১০)।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ—(স্তব বলিতেছেন)— হে ভগবন্! হে নাথ! ব্রহ্মরূপী শিবস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। বিদ্যাবতারের সংসিদ্ধির হেতু তুমি অনেক বিগ্রহ (শ্রীমূর্ত্তি) অঙ্গীকার করিয়া থাক।। (১৭)

তুমি ভব, ভবরূপী ও পরমাত্ম-স্বরূপ। সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিতে সূর্য্যসদৃশ, তোমার শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়।। (১৮)

স্বতন্ত্র, করুণাঘনবিগ্রহ, শিবস্বরূপ, ভক্তগণের নিকট পরতন্ত্র (অর্থাৎ ভক্তাধীন), এবং ভব্যজনের ভবপ্রদাতা, বিবেকিগণের বিবেক, ক্রোধিজনের ক্রোধনিবারক, প্রকাশশীল বস্তুর প্রকাশক এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানপ্রদাতা তোমাকে নমস্কার।। (১৯-২০)

এই প্রকারে স্তব করিয়া "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ" — ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রী গুরুদেবের নমস্কার করিবে। তারপর মূলাধারে মূলবিদ্যা-স্বরূপা শ্রীকুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে।। (২১)

---

(৫) সর্ব্বাজ্ঞানতমোভেদে। (৬) ক্লৃপ্ত। (৭) সত্ত্বজ্ঞানেন। (৮) মূলবিদ্যাং। (৯) তড়িৎসূর্য্য-। (১০) হংসমন্ত্রেণ তস্যাস্তু উত্থানং সমুপাচরেৎ।

পদ্মষট্‌কং ভেদয়িত্বা কর্ণিকাধঃ সমানয়েৎ।
ততশ্চ সংস্মরেৎ কৌলান্ গুরূনেতান্ কুলেশ্বরি! ।। ২৪।।
প্রহ্লাদানন্দনাথাখ্যঃ সনকানন্দ এব চ।
কুমারানন্দনাথশ্চ (১) বশিষ্ঠানন্দনাথকঃ ।। ২৫।।
ক্রোধানন্দ-সুখানন্দৌ জ্ঞানানন্দ-স্ততঃপরম্।
বোধানন্দ-স্ততো নিত্যং কারণানন্দ-নন্দিতাঃ ।। ২৬।।
বিঘূর্ণনয়না-স্তাদৃক্ শক্তিসঙ্গ-বিরাজিতাঃ।
ততো বিন্দুস্ফুরন্মাধ্বী-ধারয়া তান্ প্রতর্পয়েৎ ।। ২৭।।
তস্মাত্তেনৈব মার্গেণ স্বস্থানং প্রাপয়েৎ পরাম্।
তৎপ্রভাপটলৈ দেবি! পাটলং (৩) স্বং বিচিন্তয়েৎ ।। ২৮।।
ইতি তে কথিতং দেবি! প্রাতঃকৃত্যমনুত্তমম্।
গোপনীয়ং মম (৪) প্রীতিকৃতেহ বশ্যং সুরেশ্বরি ।। ২৯।।

।। ইতি শ্রীতারাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ।।

বঙ্গানুবাদ — (কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ) — মূলাধার পদ্মে প্রসুপ্ত সর্পবৎ সার্দ্ধত্রিবৃত্তবিশিষ্টা শিরোপরি স্থিতা, পদ্মমৃণালমধ্যবর্ত্তি সূক্ষ্ম তন্তুবৎ কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমানা — 'হংস' মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিবে। (২২-২৩)

পদ্মষট্‌ক ভেদ করিয়া কর্ণিকার নিম্নে আনয়ন করিবে। তারপর হে কুলেশ্বরি! এই (নিম্নলিখিত) কুলগুরুগণের সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবে। প্রহ্লাদানন্দ নাথ, সনকানন্দ, কুমারানন্দ নাথ, বশিষ্ঠানন্দ নাথ, ক্রোধানন্দ, সুখানন্দ, জ্ঞানানন্দ এবং বোধানন্দ। (ইহাঁরা) নিত্যই কারণের আনন্দে আনন্দিত, বিঘূর্ণনয়না এবং তাদৃশ শক্তিসঙ্গে বিরাজিত। তারপর বিন্দুস্ফুরিত মাধ্বী-ধারার দ্বারা তাহাদ্গিকে তর্পণ করিবে। হে দেবি! সেই প্রভাপটলের দ্বারাই নিজের পাটল বিশেষরূপে চিন্তা করিবে। (২৪-২৮)

হে দেবি! এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাতঃকৃত্য তোমার নিকটে বলিলাম। হে সুরেশ্বরি! আমার প্রীতির নিমিত্ত ইহা অবশ্য গোপন রাখিবে।। ২৯।।

।। ইতি শ্রীতারাতন্ত্রে প্রথম পটল।।

---

(১) কুমারানন্দনাথাখ্যো। (২) ক্রোধানন্দং সুখান (ন্দ)। (৩) পটলং স্বং বিচিন্তয়েৎ। পটলং স বিচিন্তয়েৎ। (৪) প্রতিকৃতে অবশ্যং সুরসুন্দরি।

শ্রীভৈরব্যুবাচ।

শ্রুতমেতন্মহাভাগ! প্রাতঃকৃত্যমহো মহৎ।

মহাচীনাখ্যতন্ত্রে চ ত্রিবিধং পূজনং হি যৎ ।। ১।।

উক্তবান্ বুদ্ধদেবেশ (৫) স্তত্র যোন্যর্চ্চনং শ্রুতম্।

মানসং যান্ত্রিকঞ্চৈব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ।। ২।।

শ্রী ভৈরব উবাচ।

মনঃপূজা-বিধিং বক্ষ্যে ন্যাসং পূর্ব্বং (১) শৃণু প্রিয়ে।।

অকৃতে ন্যাসজালে হি অধিকারো ন বিদ্যতে ।। ৩।।

ঋষ্যাদিন্যাসকঞ্চৈব করাঙ্গন্যাস এব চ।

বর্ণ (২) - ব্যাপকবিন্যাসৌ পীঠন্যাস স্ততঃ পরম্ ।। ৪।।

অক্ষোভ্যশ্চ (৩) ঋষিঃ প্রোক্তো বৃহতীচ্ছন্দ ঈরিতম্।

উগ্রতারা দেবতোক্তা কূর্চ্চ-বীজমুদাহৃতম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ — শ্রীভৈরবী বলিলেন — হে মহাভাগ! অহো (আমার সৌভাগ্যবশতঃ) এই মহৎ প্রাতঃকৃত্য শ্রবণ করিলাম। মহাচীনাখ্য তন্ত্রে বুদ্ধদেব যে ত্রিবিধ পূজনের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে যোন্যর্চ্চন আমি শ্রবণ করিয়াছি। সম্প্রতি মানস ও যান্ত্রিক পূজন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।। (১-২)

শ্রীভৈরব বলিলেন — হে প্রিয়ে! মানস পূজাবিধি বলিব, প্রথমতঃ ন্যাস শ্রবণ কর। যেহেতু ন্যাসসমূহ না করিয়া পূজাবিধিতে অধিকার থাকে না। ঋষ্যাদি ন্যাস, করঙ্গন্যাস, বর্ণ-ব্যাপক বিন্যাস, তারপর পীঠন্যাস করিবে।। (৩-৪)

অক্ষোভ্য ঋষি, বৃহতী ছন্দ, উগ্রতারা দেবতা বলিয়া কূর্চ্চবীজ (হূং) বলিবে। (৫)

---

(৫) বুদ্ধদেবোহসৌ তত্র। (১) ন্যাসং পূর্ব্বং।

শক্তিরস্ত্রং শেষবর্ণাঃ কীলকানি ভবন্ত্যত।

অখিলবাগ্রূপিণীমুক্ত্বা হৃদয়ায় (৪) নমো বদেৎ ।। ৬।।

অখণ্ডবাগ্রূপিণীমুক্ত্বা শিরসে বহ্নিবল্লভা (৫)।

ব্রহ্মবাগ্রূপিণীমুক্ত্বা শিখায়ৈ বষড়িত্যপি।। ৭।।

বিষ্ণুবাগ্রূপিণীমুক্ত্বা কবচায় হুমীরিতম্ (৬)।

রুদ্রবাগ্রূপিণীমুক্ত্বা (৭) নেত্রত্রয়ায় বৌষড়িত্যপি।। ৮।।

সর্ব্ববাগ্রূপিণীমুক্ত্বা অস্ত্রায় ফড়িতি স্মরেৎ।

ষড্‌দীর্ঘমায়য়া চৈব বীজানামেব (৮) চোচ্চরেৎ।। ৯।।

অঙ্গস্থানেহ ঙ্গুলীনান্তু পাণিতো যোজনঞ্চরেৎ।

আদিলৃবর্ণপর্য্যন্তান্ হৃদয়ে বিন্যসেৎ প্রিয়ে।। ১০।।

একারাদ্যান্ ঙাদিঢান্তান্ (১০) ক্রমেণ বাহুযুগ্মকে।

ণাদিভান্তান্ মকারাদিক্ষান্তান্ জঙ্ঘাদ্বয়ে প্রিয়ে! ।। ১১।।

মূলেন ব্যাপকং ন্যস্য পীঠন্যাসং সমাচরেৎ।

হৃৎসরোজে সুধাসিন্ধুং (১) মধ্যে দ্বীপং সুবর্ণজম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ — শক্তি অস্ত্র, শেষবর্ণসমূহ কীলক হয়। অখিলবাগ্-রূপিণী বলিয়া হৃদয়ায় নমঃ বলিবে। অখণ্ডবাগ্‌রূপিণী বলিয়া কবচায় হুম্ বলিবে। রুদ্রবাগ্‌রূপিণী বলিয়া নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিবে। সর্ব্ববাগ্‌রূপিণী বলিয়া অস্ত্রায় ফট্ বলিবে। এবং ষড্‌দীর্ঘ মায়ার দ্বারা বীজসমূহের উচ্চারণ করিবে। (৬-৯)

(হৃদয় প্রভৃতি) অঙ্গে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিতে হইবে। আ-কার হইতে ৯ বর্ণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে বিন্যাস করিবে। একারাদি এবং ঙ-আদি ড-কার পর্য্যন্ত যথাক্রমে দুই বাহুতে বিন্যাস করিবে। ণ-কার হইতে ভ-কার পর্য্যন্ত এবং ম-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত জঙ্ঘাদ্বয়ে বিন্যাস করিবে। (১০-১১)

---

(৩) অক্ষোভ্যোহস্ত্র। (৪) ত্রিদয়ায়। (৫) বল্লভা। (৬) হুমিরিতম্। (৭) রুদ্রবাগ্‌রূপিণীমুক্ত্বা। (৮) বীজান্তে নাম চোচ্চরেৎ।

পরিতঃ পারিজাতাংশ্চ মধ্যে কল্পতরুং ততঃ (২)।

তন্মূলে হেমনির্ম্মাণং দ্বাশ্চতুষ্টয় - (৩) ভূষিতম্ ।। ১৩।।

মণ্ডপং মন্দবাতেন পরাক্রান্তিং সধূপিতম্।

তত্র যন্ত্রং (৪) প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র পূজাং সমাচরেৎ ।। ১৪।।

এবং পীঠময়ে দেহে চিন্তয়েদুগ্রতারিণীম্।

হৃদি পাণ্যগ্রমাদায় জীবন্যাসং সমাচরেৎ ।। ১৫।।

ইতি তে কথিতং কান্তে! ন্যাসজাল মনুত্তমম্ (৫)।

পরিপাটী গুরোর্জ্জেয়া ন্যাসানাং রচনং (৬) প্রিয়ে ।। ১৬।।

ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত যেন তন্ময়তামিয়াৎ।

স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়াশ্রিতে।। ১৭।।

শিবশক্তি-সমাযোগঃ সন্ধ্যা প্রোক্তা চ তান্ত্রিকৈঃ।

বিন্দুচ্যুতসুধাভি-স্তাং (৭) তর্পয়েৎ প্রাণবল্লভে!।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ — মূল মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক (সমগ্র দেহে) ন্যাস করিয়া, তারপর পীঠন্যাস করিবে। হৃদয়কমলে সুধাসিন্ধুর মধ্যে সুবর্ণজাত দ্বীপ; তাহার চারিদিকে পারিজাত বৃক্ষ এবং মধ্যে কল্পতরু বিদ্যমান। তাহার মূলদেশে স্বর্ণনির্ম্মিত চারিটি দ্বার-সমন্বিত মণ্ডপ মৃদুমন্দ বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত ধূপের গন্ধে ধূপিত, সেখানে যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে পূজা করিবে। (১২-১৪)

এই প্রকারে পীঠময় দেহে উগ্রতারিণীর চিন্তা করিবে। হৃদয়ে হস্তাগ্র স্থাপনপূর্ব্বক জীবন্যাস করিবে। হে প্রিয়ে! এই মনোহর ন্যাসজাল তোমাকে বলিলাম। ন্যাসসমূহের রচনা পরিপাটী শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে জানিবে। (১৫-১৬)

---

(১০) ঠান্তান্। এধান্তাঙ্গপিঢান্তাংশ্চ ক্রমেণ বাহুযুগ্মকে। (১) সুধাসিন্ধুমধ্যে দ্বীপং সুবর্ণকম্। (২) স্মরেৎ। (৩) দ্বারচতুষ্টয়। (৪) মন্ত্রং (৫) মনোহরং। (৬) রচনে।

তত স্তৎপরিবারাদীন্ (৮) তৎশরীরে বিলাপ্য চ।
উদ্বর্ত্তনাদিকং দত্ত্বা স্নাপয়েদ্দিব্যবারিণা।। ১৯।।
মৃদুবস্ত্রেণ সংমার্জ্য (৯) নয়নে কজ্জলং দদেৎ।
ললাটে চৈব সিন্দূরং অলক্তং চরণাম্বুজে ।। ২০।।
চিন্তয়েন্মনসা মূর্ত্তিং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
ততঃ সোহহমিতি ধ্যাত্বা পাদ্যং দদ্যাৎ পদোঃ প্রিয়ে।। ২১।।
মৌলাবর্ঘ্যং মুখে তোয়ং গন্ধোহঙ্গে (১) সর্ব্বতঃ ক্ষিপেৎ।
সুগন্ধি-শ্বেতলৌহিতং (২) জবাং কৃষ্ণাপরাজিতাম্।। ২২।।
পদে (৩) শীর্ষে তথা কর্ণে কণ্ঠে মালাং নিধাপয়েৎ।
সম্মুখে ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং ভোজয়েদথ।। ২৩।।
কারণং পললং ভূয়ঃ কারণং মীনমুত্তমম্।
পুনশ্চ কারণং দেয়ং ততো ভর্জ্জিতশালিজম্।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ — তারপর যাহাতে তন্ময়তা হয়, সেরূপভাবে পূজা করিবে। হৃদয়স্থিত নির্ম্মল পুষ্করতীর্থে স্নান করাইবে। তান্ত্রিকগণ শিব ও শক্তির সমাযোগকে সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন। হে প্রাণবল্লভে! বিন্দুচ্যুত সুধার দ্বারা তাঁহাকে (উগ্রতারিণীকে) তর্পণ করিবে।।(১৭-১৮)

তারপর তাঁহার পরিবারদিগকে তাঁহার শরীরে চিন্তা করতঃ উদ্বর্ত্তনাদি প্রদানপূর্ব্বক দিব্য বারির দ্বারা স্নান করাইবে।।(১৯)

মৃদু বস্ত্রের দ্বারা মার্জ্জনা, নয়নে কজ্জল, ললাটে সিন্দূর ও শ্রীচরণকমলে অলক (আলতা) প্রদান করিবে।।(২০)

এইরূপে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা শ্রীমূর্ত্তির চিন্তা করিবে, তারপর 'সোহহং' (তিনিই আমি) এইরূপ ধ্যান করিয়া পাদযুগলে পাদ্য অর্পণ করিবে।।(২১)

---

(৭) সুধাভিশ্চ। (৮) পরিবারাণি। ততশ্চেৎ পরিবারাণি তৎশরীরে বিভাব্য চ। (৯) সংপ্রোঞ্ছ্য। মৃদুবস্ত্রৈঃ শনৈঃ প্রোঞ্ছ্য।

পুনর্ম্মদ্যং ততোঽপূপশষ্কুলীং দেবি! দাপয়েৎ।

ততো মদ্যং প্রদায়ৈব নানা-তেমন-সংযুতম্ ★ ।। ২৫ ।।

দধিক্ষীরাজ্যসহিতং দাপয়েদোদনং প্রিয়ে।।

আচমনং ততো দদ্যাত্তাম্বূলং বিনিবেদয়েৎ।। ২৬।।

ততো বৈ মানসং জাপং কৃত্বা তর্পণ (৪) মাচরেৎ।

স্তুত্বা (৫) নত্বা তত্তদঙ্গদেবতাঃ প্রাপয়েদথ।। ২৭।।

স্ব স্ব স্থানং ততঃ শেষং শক্তিভি র্ভোজয়েৎ স্বয়ম্ (৬)।

ততঃ সোঽহমিতি ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ — মস্তকে অর্ঘ্য, মুখে জল, সর্ব্বগাত্রে গন্ধ লেপন করিবে। গন্ধযুক্ত শ্বেত ও রক্তবর্ণ জবা, কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতা পুষ্প পদযুগলে, মস্তকে ও কর্ণে প্রদানপূর্ব্বক গলদেশে মালা প্রদান করিবে। সম্মুখে ধূপ, দীপ অর্পণ পূর্ব্বক নৈবেদ্য ভোজন করাইবে। তারপর কারণ (মদ্য), মাংস; পুনরায় মদ্য, উত্তম মৎস্য প্রদান করিবে। পুনরায় মদ্য প্রদান পূর্ব্বক ভর্জ্জিত শালিজাত সমূল-শষ্কুলী (পিষ্টক ও তিলতণ্ডুলাদি মিশ্রিত যবাগু) প্রদান করিবে। হে দেবি! তারপর মদ্য প্রদানপূর্ব্বক নানাবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত দধি, ক্ষীর ও ঘৃতাদির সহিত উত্তম অন্ন প্রদান করিবে। হে প্রিয়ে! তারপর আচমন দিয়া তাম্বূল প্রদান করিবে।। (২২-২৬)

তারপর মানস জপ করিয়া তর্পণ করিবে। স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া সেই সেই অঙ্গ দেবতাদিগকে স্ব স্ব স্থানে বিলীন করিবে। তারপর শেষ (অবশিষ্ট প্রসাদ) শক্তিগণের সহিত নিজে ভোজন করিবে। অনন্তর 'সোঽহং' (সে-ই আমি) এই ভাবে নিজকে তারিণীময় ধ্যান করিবে।। (২৭-২৮)।

---

(১) গন্ধোঽগ্রে। শ্বেতলৌহিত্যজবাকৃষ্ণাপরাজিতাঃ।

★ তেমনং ব্যঞ্জনং। (৩) পদোঃ শীর্ষে।

ইদং মানসমাখ্যাতম্ পূজনং দেবি। (৭) দুর্ল্লভম্।

একান্তনির্ম্মলং চিত্তং হৃদম্ভোজার্চ্চনাৎ প্রিয়ে।।। ২৯।।

গুর্ব্বর্চ্চোচিত - (১) কালে চ প্রাতর্মধ্যাহ্নতোহপি বা।

কর্ত্তব্য (২) মেতদ্বিধিবদ্ গুরুপাদ-প্রসাদতঃ।। ৩০।।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাং যন্ত্র-সমীরিতাম্।

অথ যাগগৃহং গত্বা পুষ্পাহরণমাচরেৎ।।৩১।।

শতাভিষেকেতি পদং দ্বিরুচ্চার্য্য ততো বদেৎ।

কূর্চ্চাস্ত্রবহ্নিললনা - (৩) তারাদ্যঃ পুষ্পকর্ষণে।। ৩২।।

মায়াং পূর্বং সমুচ্চার্য্য আধারশক্তি সংবদেৎ।

কমলাসনং ঙেন্তশ্চ হৃন্মনুশ্চাসনার্চ্চনে।। ৩৩।।

অর্ঘ্যপাত্রং স্থাপয়িত্বা পঞ্চানাং শোধনঞ্চরেৎ।

আদৌ (৪) শোধনমেবোক্তং নীলতন্ত্রে (৫) তব প্রিয়ে!।। ৩৪।।

বঙ্গানুবাদ — হে দেবি! এই দুর্ল্লভ মানস পূজা তোমার নিকট বলিলাম। হে প্রিয়ে! হৃদয়পদ্মে অর্চ্চন হেতু ইহাতে চিত্ত অতিশয় নির্ম্মল হইবে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার নির্দ্দেশিত কালে অথবা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকালেও ইহার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবে।। (২৯-৩০)

অনন্তর যন্ত্রে পূজার বিধি বলিতেছি। যাগগৃহে গমনপূর্ব্বক পুষ্পসংগ্রহ করিয়া তাহার শুদ্ধি করিবে। (তাহার মন্ত্র) - শতাভিষেক - এই পদ দুইবার উচ্চারণ করিয়া 'কূর্চ্চাস্ত্রবহ্নিললনা - তারাদ্যঃ' অর্থাৎ হূং তারাদি দেবাতায়ৈ স্বাহা - এই মন্ত্রে শোধন করিবে।। (৩১-৩২)

(৪) কৃত্বাহর্পণমথাচরেৎ। (৫) ততঃ স্তুত্বা চ নত্বা চ তদঙ্গং প্রাণয়েদথ। (৬) সুখং (৭) দেব। (১) গুরূক্তৌচিতকালে চ। (২) কর্ত্তব্যং তেন বিধিবৎ। (৩) ললনাং।

দ্বিতীয়শোধনে দেবি! প্রতদ্বিষ্ণু-মনুং জপেৎ।

তৃতীয় শোধনে দেবি! ত্র্যম্বকেনৈব মন্ত্রবিৎ।। ৩৫।।

তদ্বিষ্ণো - (৬) রিতি মন্ত্রেণ চতুর্থশোধনঞ্চরেৎ।

প্রতদ্বিষ্ণু (৭) রিতি মন্ত্রেণ স্বয়ম্ভুবাদি-বিশোধনম্।। ৩৬।।

শক্তেস্তু শোধনেনৈব মৈথুনং শুধ্যতি প্রিয়ে।।

ততো দেবি! মহাযন্ত্রং কথয়ামি তব প্রিয়ে।। ৩৭।।

সযোনিং চন্দনেনাষ্টপত্রমব্জং লিখেত্ততঃ।

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং যন্ত্রং দেবি! সমালিখেৎ।। ৩৮।।

গণেশং প্রাচি সংপূজ্য দক্ষিণে বটুকং যজেৎ।

পশ্চিমে ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীমুত্তরে যজেৎ।। ৩৯।।

বঙ্গানুবাদ — প্রথমতঃ মায়া (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ — এই মন্ত্রে আসন শুদ্ধি করিবে। তারপর অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া পঞ্চ ম-কারের শোধন করিবে। প্রথম অর্থাৎ মদ্য — ইহার শোধন নীলতন্ত্রে তোমার নিকট বলিয়াছি।। (৩৩-৩৪) দ্বিতীয় অর্থাৎ মাংস শোধনে 'প্রতদ্বিষ্ণু মন্ত্র' জপ করিবে। তৃতীয় অর্থাৎ মৎস্য 'ত্র্যম্বক' অর্থাৎ 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্রে শোধন করিবে। চতুর্থ অর্থাৎ মুদ্রার শোধন 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা করিবে। 'প্রতদ্বিষ্ণু' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা স্বয়ম্ভু প্রভৃতির শোধন করিবে।। (৩৫-৩৬)

শক্তির শোধনের দ্বারাই মৈথুন শুদ্ধ হয়। তারপর হে দেবি! তোমার নিকট 'মহাযন্ত্র' বলিতেছি। চন্দনের দ্বারা যোনির সহিত অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তারপর চতুর্দ্বারবিশিষ্ট চতুষ্কোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিবে।। (৩৭-৩৮)

---

(৪) আদি। (৫) চীনতন্ত্রে। (৬) তদ্বিষ্ণুরিতি। (৭) ওঁ বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ স্বয়ম্ভুবাদিশোধনম্।

শ্মশানং তত্র সংপূজ্য (১) তত্র কল্পক্রমং যজেৎ (২)।
তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণি-বিভূষিতম্।। ৪০।।
নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যং মুনিদেবৈশ্চ মণ্ডিতম্।
শিবাভি র্বহুমাংসাস্থি-মোদমানাভিরন্ততঃ।। ৪১।।
চতুর্দ্দিক্ষু শবান্ (৩) মুণ্ডাংশ্চিতাঙ্গারাস্থিভূষিতান্।
(চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থি-ভূষিতম্।)
হ্ সৌঃ সদাশিবেত্যুক্ত্বা (৪) মহাপ্রেত ততঃ পরম্।। ৪২।।
পদ্মাসনায় হৃদয়ং পীঠন্যাস-মনুর্ম্মতঃ।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ।। ৪৩।।
কীর্ত্তিঃ শান্তিশ্চ (৫) পুষ্টিশ্চ তুষ্টিরিত্যষ্টশক্তয়ঃ।
এতাঃ পূজ্যাঃ পত্রদেশে ক্রমেণ প্রাণবল্লভে!।। ৪৪।।

বঙ্গানুবাদ — তাহার পূর্বদিকে গণেশের পূজা করিয়া দক্ষিণে বটুকের যজনা করিবে। পশ্চিমদিকে ক্ষেত্রপাল এবং উত্তর দিকে যোগিনীর যজনা করিবে।। (৩৯)

সেখানে শ্মশানের পূজা (চিন্তা) করিয়া কল্পক্রমের যজনা করিবে। সেই কল্পক্রমের মূলদেশে নানামণি-বিভূষিত মণিপীঠ, তাহা নানা অলঙ্কার ও বিভূষণ পরিহিত মুনি ও দেবগণের দ্বারা শোভিত। তথায় বহু মাংস, অস্থি ভক্ষণে আনন্দিত শৃগালীগণ রহিয়াছে।। (৪০-৪১)

চারিদিকে শবমুণ্ড, চিতার অঙ্গার ও অস্থিদ্বারা শোভিত। 'হ্সৌঃ সদাশিব' — ইহা বলিয়া তারপর মহাপ্রেত পদ্মাসনায়' — ইহা দ্বারা হৃদয়ে পীঠন্যাস মন্ত্র চিন্তা করিবে। লক্ষ্মী, সরস্বতী,রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি — এই অষ্ট শক্তির যথাক্রমে পত্রদেশে পূজা করিবে।। (৪২-৪৪)

---

(১) সংচিন্ত্য। (২) স্মরেৎ। (৩) চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ডাশ্চিতাঙ্গারিস্থ-ভূষিতাম্। (৪) মহাপ্রেতেতি তৎপরম্। (৫) কান্তিশ্চ।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং নীত্বা কূৰ্ম্মতত্ত্বেন কৌলিকঃ।

হৃদয়ে দ্যোতনং তেজঃ পরিবার-সমন্বিতম্।। ৪৫।।

যংকারাদিতয়া দেবি! শবোপরি নিধাপয়েৎ।

আং সোহহমিতি মন্ত্রেণ জীবন্যাসং সমাচরেৎ।। ৪৬।।

ততঃ পাদ্যাদিনা দেবি পূজয়েদ্ উগ্রতারিণীম্।

নমঃ স্বাহা স্বধাঞ্চৈব নমো বৌষট্ তথা ক্রমাৎ।। ৪৭।।

ততো নিবেদয়ামীতি সৰ্ব্বং দদ্যান্মহেশ্বরি!

ইদং দ্রব্যং (৬) ততঃ প্রোচ্য দেবতাবোধনং ততঃ।। ৪৮।।

বজ্রপুষ্পং প্রতিচ্ছেদং হুঁ-ফট্-স্বাহা ততো বদেৎ।

মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য ঙেন্তং নাম (১) নিযোজয়েৎ।। ৪৯।।

ততশ্চ পরিবারাণি পূজয়েদ্দেবি! কৌলিকঃ।

ইদং দ্রব্যং সমুচ্চাৰ্য্য পরিবারেভ্যো নমোহ (২) স্ততঃ।। ৫০।।

বঙ্গানুবাদ — হে দেবি! তারপর কৌলিক কূৰ্ম্মতত্ত্বের দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক হৃদয়ে পরিবারসমন্বিত 'দ্যোতন' (সমুজ্জ্বল) তেজ যংকারাদিক্রমে শবোপরি স্থাপন করিবে। তারপর 'আং সোহহং' — এই মন্ত্রে জীবন্যাস করিবে।। (৪৫-৪৬)

হে দেবি! তারপর মহেশ্বরি! এই সকল দ্রব্য তোমাকে নিবেদন করিতেছি — এই বলিয়া দেবতা-বোধন করিবে।। (৪৮)

বজ্রপুষ্পং প্রতিচ্ছেদং 'হুঁ-ফট্-স্বাহা' — বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত নবম (উগ্রতারিণে নমঃ ইত্যাদি) উল্লেখ করিবে। তারপর হে দেবি! কৌলিক (দেবীর, পরিবারগণের পূজা করিবে, দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া 'পরিবারেভ্যো নমঃ' — বলিবে।। (৪৯-৫০)

---

(৬) ইতি দ্রব্যং। (১) নমো। (২) নমস্ততঃ।

প্রণবাদ্যেন মনুনা কুলীনঃ পূজনঞ্চরেৎ।

অক্ষোভ্যং (★) মৌলিদেশে তু প্রাগাদ্যষ্টদলেষু চ।। ৫১।।

শক্তয়ো হষ্টৌ (৩) ভৈরবাংশ্চ দ্বারেষু চতুরঃ সুরান্।

ব্যায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং গুরুপঙ্‌ক্তি র্ব্যবস্থিতা।। ৫২।।

ততো জপ্ত্বা স্তবৈঃ স্তুত্বা নত্বা চ বিসৃজেদ্ হৃদি।

নৈবেদ্যং সাধকেভ্যশ্চ স্ত্রীভ্যো দদ্যান্ন কুত্রচিৎ।। ৫৩।।

ইতি তে কথিতং ভদ্রে! তারায়াঃ পূজনং মহৎ।

মানসং যান্ত্রিকং চৈব নিত্যং নৃণামিতি স্মৃতম্ (৪)।। ৫৪।।

নাধিকারো যৌনিকে চ (৫) স্ত্রীণাং মানস-যন্ত্রয়োঃ।

বিধেয়ং পূজনং দেবি ন কুর্য্যাদ্বা নিজেচ্ছয়া (৬)।। ৫৫।।

।। ইতি শ্রীতারাতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।।

বঙ্গানুবাদ — কুলীন (কুলাচার সম্পন্ন সাধক) প্রণব (ওঁ) প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে। মস্তকদেশে অক্ষোভ্য (ক্ষোভরহিত শিব), পূর্ব্বাদি অষ্টদলে অষ্ট শক্তি ও ভৈরবগণ, চারিটি দ্বারে দেবগণ, এবং বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণ এবং পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণে) শ্রীগুরুবর্গকে পূজা করিবে।। (৫১-৫২)

তারপর জপ করিয়া স্তবের দ্বারা স্তুতি ও নমস্কারপূর্ব্বক হৃদয়ে বিলীন করিবে। সাধকগণকে নৈবেদ্য দিবে, কিন্তু স্ত্রীগণকে কখনও প্রদান করিবে না।। (৫৩)

হে ভদ্রে! তারার এই মহতী মানস ও যান্ত্রিক পূজা তোমার নিকট বলিলাম, ইহা সাধকজনগণের নিত্য স্মরণীয়। এই যৌনিক, মানস ও যন্ত্রে স্ত্রীগণের অধিকার নাই। হে দেবি, বিধিপূর্ব্বক এই পূজা করিতে হইবে, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নহে।। (৫৪-৫৫)

।। ইতি শ্রীতারাতন্ত্রে দ্বিতীয় পটল।।

★ অক্ষোভ্য — অক্ষোভ্যের উৎপত্তির বিবরণ তোড়লতন্ত্রে প্রথম পটলে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে —

হে দেবি! সমুদ্র মন্থনকালে কালকূট বিষ উত্থিত হইয়াছিল। উহাতে সমস্ত দেব ও দেবীগণ মহাক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই হালাহল বিষ পান করিয়া শিব ক্ষোভরহিত হইয়াছিলেন, এইহেতু হে মহেশ্বরি! শিব 'অক্ষোভ্য' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত মহামায়া তারিণী নিত্যই রমণ করিয়া থাকেন।।

(৩) দক্ষেষ্টৌ ভৈরবাদ্যষ্টৌ। (৪) স্থিতং। (৫) যৌনিকেয়ঞ্চ। (৬) কুর্য্যাদ্বাপি নিজেচ্ছয়া।

শ্রীভৈরব উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং পর্ব্বতাত্মজে!
পাত্রমেকং দ্বয়ং বাপি ত্রয়ং বা পঞ্চ বা প্রিয়ে!।। ১।।
পিবেদ্বীরবরশ্রেষ্ঠো যঃ স রুদ্র ইতীরিতম্।
সম্বিদানন্দযোগেন যঃ কারণমদো ভবেৎ।। ২।।
স এব পরমানন্দো ব্রহ্মসাযুজ্যদায়কঃ।
তস্মাদ্ভুক্ত্বা সিদ্ধিমূলং সাধকঃ কারণং পিবেৎ।। ৩।।
বিনানন্দং সম্বিদায়াঃ পানং যৎ কারণস্য চ।
তন্ন চানন্দ-জনকং বৌদ্ধদেব-বচো যথা।। ৪।।
পূজ্যো গুরুঃ সদা চাত্র তদ্বত্তত্তনয়োঽপি চ।
তৎপত্নী সর্ব্বভাবেন সদা কৌলিকপূরুষৈঃ।। ৫।।
তস্যাঃ সন্তোষমাত্রেণ দেবী তুষ্টা ভবেৎ প্রিয়ে!।
তস্মাৎ স্তোত্রে ধনৈ বাক্যৈ - (১) স্তোষয়েৎ ব্রহ্মদায়কম্।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ — অনন্তর হে পার্ব্বতি, কারণ (মদ্য) পান বিষয়ে বলিতেছি, স্মরণ কর। যেই বীরশ্রেষ্ঠ এক, দুই, তিন বা পাঁচ পাত্র মদ্য পান করিতে পারেন, তিনি রুদ্র বলিয়া কথিত হন। তিনি সম্বিদানন্দযোগে কারণ ভক্ষণে আনন্দিত হইয়া থাকেন। তাহাই ব্রহ্মসাযুজ্যদায়ক পরম আনন্দ। অতএব সাধকগণ সিদ্ধির মূলস্বরূপ কারণ (মদ্য) পান করিয়া থাকেন।। (১-৬)

সম্বিদের আনন্দ ব্যতীত যে মদ্যপান, তাহা আনন্দজনক নহে — এইরূপ বৌদ্ধদেবের বাক্য।। (৪)

এই বিষয়ে সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেব পূজ্য, তদ্রূপ তাঁহার পুত্র ও পত্নী সর্ব্বভাবে সর্ব্বদা কৌলিকগণের পূজনীয়।.হে প্রিয়ে! সেই গুরুপত্নীর সন্তোষমাত্রে দেবী তুষ্টা হইয়া থাকেন. অতএব স্তুতি, ধন ও বাক্যের দ্বারা শ্রীগুরুর পরিবারগণের তুষ্টি বিধান করিবে।। (৫-৬)

---

(১) তস্মাৎ তত্তোষণৈ বাক্যৈঃ -।

নক্তং জপবিধানঞ্চ শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে।।
আদৌ ষড়ঙ্গং বিন্যাস্য গুরো র্ধ্যানং ততঃ পরম্।। ৭।।
মন্ত্রধ্যানং ★ ততঃ পশ্চাৎ দেবীধ্যানং ততশ্চরেৎ (২)।
সেতুরূপং ততস্তারং জপ্ত্বা জপমথাচরেৎ।। ৮।।
পুনস্তারং ততো দেবীধ্যানং কৃত্বা সমর্পয়েৎ।
শিবোহহং তারিণীরূপমাত্মানমিতি চিন্তয়েৎ।। ৯।।
পরিবারময়শ্চাহমিতি ধ্যায়েদনারতম্ (১)।
ইতি তে কথিং দেবি! রহস্যং তারিণীময়ম্।। ১০।।
ন দেয়ং পশবে তস্মাৎ শপথো মে ত্বয়ি প্রিয়ে!।। ১১।।

।। ইতি শ্রীতারাতন্ত্রে তৃতীয়ঃ পটলঃ।।

বঙ্গানুবাদ — হে প্রিয়ে! তুমি রাত্রিতে জপের বিধান একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ষড়ঙ্গ (হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, কটি ও মস্তক-দেহের এই ৬ অঙ্গ) বিন্যাস (সাধন) করিয়া শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবে। তাহারপর মন্ত্রধ্যান এবং তাহার পরে দেবীর ধ্যান করিবে। সেতুরূপ তার জপ করিয়া জপ আরম্ভ করিবে।। (৭-৮)

পুনরায় তার (প্রণবাত্মক মন্ত্র) উল্লেখপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। তারপর 'শিবোহহং' (আমিই শিব) এইভাবে নিজেকে তারিণীরূপ চিন্তা করিবে।। (৯)

আমি তাঁহার পরিবার — এইরূপ অনবরতঃ ধ্যান করিবে। হে দেবি! এইরূপ তারিণীময় রহস্য তোমার নিকট বলিলাম।। (১০)

এই রহস্য পশু (অর্থাৎ পশ্বাচারী সাধককে) প্রদান করিবে না, হে প্রিয়ে! ইহা আমার শপথ।। (১১)

।। তৃতীয় পটল সমাপ্ত।।

---

(২) পরম্। (১) পরিবারমতশ্চাহং ইতি ধ্যায়েদনাবৃতম্।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীভৈরব্যুবাচ।

যৎপ্রসাদাদিদং সর্ব্বং কুলাচার-বিধানকম্।
তস্যৈবাদ্যন্ত - (১) মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।। ১।।

শ্রীভৈরব উবাচ।

গুরুঃ পরমগুরুশ্চৈব পরাপর-গুরুস্তথা।
পরমেষ্ঠিগুরুশ্চৈব চত্বারো গুরবঃ স্মৃতা।। ২।।
ঋষিরত্র গুরুঃ প্রোক্তো (২) মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরু-শ্চাহং ত্বমেব (৩) পরমেষ্ঠিকা।। ৩।।
সর্ব্বেষামেব মধ্যে তু প্রধানং পরমো গুরুঃ।
গুরোর্বিনা (৪) মহামোক্ষং ন কাশী ন চ গঙ্গয়া (?)।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ — শ্রীভৈরবী বলিলেন — যাঁহার প্রসন্নতায় এই সমস্ত কুলাচার-বিধি, তন্মধ্যে যিনি মুখ্য, তাঁহার মাহাত্ম্য সম্প্রতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।। (১)

শ্রীভৈরব বলিলেন — গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠি গুরু — এই চারিপ্রকার গুরু কথিত হয়। এখানে ঋষি গুরু, মন্ত্রদাতা পরমগুরু, পরাপর গুরু আমি এবং তুমিই পরমেষ্ঠি গুরু।। (২-৩)

সকলের মধ্যে পরমগুরু (মন্ত্রদাতা গুরু) প্রধান। শ্রীগুরু ব্যতীত মহামোক্ষ দূরে থাকুক, কাশী, গঙ্গাও প্রাপ্তি হয় না।। (৪)

---

(১) তস্যৈবাত্রাদ্য। তস্যৈবাদ্যস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি সংপ্রতি। (২) শ্চোক্তো। (৩) গুরুস্ত্বং পরমেষ্ঠিকা।
(৪) এতৎ শ্লোকার্দ্ধং সর্ব্বত্র নাস্তি।

মাহাত্ম্যং তস্য (৫) বক্ষ্যামি যেন তুষ্টা চ শাম্ভবী।

গুরুমন্ত্রেষ্টদেবীনামেকত্বং পরিকথ্যতে।। ৫।।

তৎপত্নী চ বিশেষেণ পরদেবীবিশেষভাক্।

সরল্যাহ (৬) সরলা বাপি নিষ্ঠুরা বা প্রিয়োদিতা (৭)।। ৬।।

কুৎসিতা ব্যাধিতা বাপি মূঢ়াহমূঢ়াপি বা প্রিয়ে।।

সদেষ্টদেবীভাবেন ভাবনীয়া (২) কুলোত্তমৈঃ ।। ৭।।

তত্তনুজোদিতঞ্চৈব যদ্বা সাধকভাষিতম্।

যত্নেনৈব বিধাতব্যমশক্যে যত্নবান্ ভবেৎ।। ৮।।

বীরোচ্ছিষ্টং বিনা মদ্যং শক্ত্যুচ্ছিষ্টং তদপ্যুত।

ভোজয়েন্নির্ব্বিকল্পেন মনসা বীরবল্লভঃ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ — তাঁহার (সেই শ্রীগুরুদেবের) মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি, যাহার দ্বারা শাম্ভবী তুষ্টা হন। গুরু, মন্ত্র ও ইষ্টদেবীর একত্ব বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার পত্নী পরদেবীর অংশস্বরূপা। তিনি সরলা, কুটিলা, নিষ্ঠুরা বা প্রিয়বাদিনী, কুৎসিতা, ব্যাধিগ্রস্তা, মূঢ়া বা অমূঢ়া হউন, কুলশ্রেষ্ঠ সাধকগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা ইষ্টদেবীভাবে ভাবনা করিবেন।। (৫-৭)

তাঁহার পুত্রের বাক্য, অথবা সাধকের বাক্য যত্নসহকারে পালন করিবে, অশক্য হইলে যত্নবান্ হইবে। বীরবল্লভ সাধক মদ্য ব্যতীত বীরোচ্ছিষ্ট ও শক্তির উচ্ছিষ্ট দ্বিধাহীন চিত্তে ভোজন করিবে।। (৮-৯)

(৫) তেন। (৬) সরলাসরলাঃ। (৭) তথোদিতা।

(১) কুৎসিতাকুৎসিতা বাপি। (২) সদেষ্টদেবীং ভাবয়ন্ ভাবনীয়া কুলোত্তমৈঃ।

পুরা - (৬) প্রোক্তানি পঞ্চৈব একং বা শৃণু ভৈরবি।।
শোধয়িত্বা নিবেদ্যৈব যোহশ্নীয়াৎ স চ ভৈরবঃ।। ১০।।
সুসিদ্ধাঃ (৪) পীঠসংস্থা যে সাধকাস্তেহর্চ্চনাশ্রয়াঃ।
গুরু (৫) - তদ্দয়িতাপুত্রপুত্রী-সাধকযোষিতাম্।। ১১।।
যত্রেচ্ছা বর্ত্ততে তত্র সমর্প্যং (৬) পরমেশ্বরি।।
অবশ্যং তারিণীমন্ত্রে শক্তিপূজা বিধীয়তে।। ১২।।
নিজকান্তেষ্টদেবী তু (৭) পূজনীয়া বিশেষতঃ।
সমানদেবতামন্ত্রং নিজকান্তা জপেদ্‌যদি।। ১৩।।
তদা সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ তুষ্টা ভবতি তারিণী।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা কান্তা যস্মাত্তদ্ যত্নবান্ ভবেৎ।। ১৪।।
তস্যাঃ কিঞ্চিচ্চ মাহাত্ম্যং চীনতন্ত্রে ময়োদিতম্।
মৈথুনে বর্জনীয়া যা-স্তাসাং বিধিরিহোচ্যতে।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ — পূর্ব্বে যে পঞ্চ তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, হে ভৈরবি! তাহার একটিই শ্রবণ কর। তাহা শোধনপূর্ব্বক নিবেদন করিয়া যিনি ভক্ষণ করেন, তিনি ভৈরব। পীঠস্থিত যাঁহারা সিদ্ধ সাধক, তাঁহারাও অর্চ্চনযোগ্য। শ্রীগুরুদেব, তাহার পত্নী, পুত্র, কন্যা এবং সাধকের যোষিৎগণের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা, হে পরমেশ্বরি, তাহা সমর্পণ করিবে। অবশ্য তারিণীমন্ত্রে শক্তিপূজা করিতে হইবে।।(১০-১২)

নিজ কান্তা ইষ্টদেবী হইলে, তিনিও বিষেশভাবে পূজনীয়া। দেবতা ও মন্ত্র সমান বলিয়া নিজকান্তা যদি জপ করে, তাহাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং তারিণীও তুষ্টা হন। যেহেতু কান্তাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে, অতএব যত্নবান্ হইবে।(১৩-১৪)

তাঁহার কিছু মাহাত্ম্য আমি চীনতন্ত্রে বলিয়াছি। এক্ষণে মৈথুনে যাঁহারা বর্জ্জনীয়া, তাঁহাদের বিধি বলিতেছি।।(১৫)

---

(৩) পূজানীয়া।(৪) সুসিদ্ধাপীঠসংস্থায়ৈ সাধকাস্তে ধনাশ্রয়াঃ।
(৫) গুরুস্তদ্দয়িতা।(৬) সমর্প্য।(৭) নিজকান্তৈরষ্টদেব্যঃ।

গুরুপত্নী গুরুসুতা গুরুপুত্রবধূস্তথা।
সতীর্থস্য তু বীরস্য সাধকস্য তথা প্রিয়ে।।। ১৬।।
কান্তায়া মন্ত্রপুত্র্যাশ্চ রমণান্নারকী ভবেৎ।
মৈথুনস্য বিধানস্তু কথ্যতে শৃণু ভৈরবি।।। ১৭।।
অধঃ কৃত্বা (১) মহাদেবীং স্বয়ং ভৈরবরূপধৃক্।
পুরতো মূলমুচ্চার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকং পঠন্।। ১৮।।
গজতুণ্ডাখ্যতত্ত্বেন যোজয়েল্লিঙ্গভৈরবম্।
তস্মাৎ শতং বিংশতিং বা জপ্ত্বা তেজস্তু পাতয়েৎ।। ১৯।।
মূলান্তে তু প্রকাশেতি বচনং পরিপঠ্য (৩) চ।
ইতি তে কথিতং দেবি! যথোক্তং বুদ্ধরূপিণা।। ২০।।
সিদ্ধিপ্রদং সমাচারাদ্ (৪) গোপনীয়ং স্বযোনিবৎ।। ২১।।

।। ইতি তারাতন্ত্রে চতুর্থঃ পটলঃ।।

বঙ্গানুবাদ — শ্রীগুরুদেবের পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ, সতীর্থ বীরসাধকের কান্তা এবং মন্ত্রপুত্রী (শিষ্যা) — ইহাদের সহিত রমণ করিলে নরকগামী হইবে। হে ভৈরবি! এক্ষণে মৈথুনের বিধান বলিতেছি।। (১৬-১৭)

মহাদেবীকে নিম্নে রাখিয়া স্বয়ং ভৈরবরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রথমতঃ মূল উত্তোলন করিয়া 'ধর্ম্মাধর্ম' ইত্যাদি পাঠ করিবে। তারপর গজতুণ্ড নামক তত্ত্বের দ্বারা লিঙ্গভৈরবকে যোজনা করিবে। অনন্তর শত অথবা বিংশতিবার জপ করিয়া তেজ (বীর্য্য) পাতন করিবে। অবশ্য মূলান্তে 'প্রকাশ' ইত্যাদি বচন পাঠ করিতে হইবে। হে দেবি! বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন এইরূপ বলিয়াছেন।। (১৮-২০)

এই বিধান সিদ্ধিপ্রদ এবং নিজ যোনির ন্যায় গোপনীয়।(২১)

।। চতুর্থ পটল সমাপ্ত।।

---

(১) এবং কৃত্বা। (২) মূলান্ততঃ। (৩) পরিপঠ্যাতে।
(৪) সমাচারং।

শ্রীভৈরব্যুবাচ।

ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব! জ্ঞাতমেতন্ময়াখিলম্।
পুরশ্চরণ-হীনেন মন্ত্রেণ ন ফলং ভবেৎ।।১।।
তস্মাচ্চ ফলদানন্তু পুরশ্চরণমুচ্যতাম্।

শ্রীভৈরব উবাচ।

আথাতঃ সংবপ্রবক্ষ্যামি পুরশ্চরণমুত্তমম্।
কুজে বা শনিবারে রা নরমুন্ডং সমাহরেৎ।।২।।
বিতস্তিমাত্রে খাতে তু নিখনেৎ সঙ্গবর্জ্জিতঃ (১)।
তত্র নক্তং দশশতং প্রজপেন্মন্ত্রসিদ্ধয়ে।।৩।।
অনেনৈব বিধানেন(২) পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে।
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।।৪।।
গুরুং তদ্দয়িতাং বাপি তৎসুতং তৎসুতাঞ্চ বা।
দেববৎ পূজনং কৃত্বা জপেত্তাবৎ বরাননে! ।।৫।।
অষ্টাধিকং শতং বাপি পুরশ্চরণমুচ্যতে।
অথবা মূর্দ্ধিপদ্মে তু ধ্যাত্বা পূজাং বিধায় চ ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ — শ্রী ভৈরবী বলিলেন - হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে এই সমস্ত আমি জানিয়াছি। পুরশ্চরণ বিহীন মন্ত্রের দ্বারা ফল হয় না, অতএব ফলপ্রদায়ক পুরশ্চরণ বলুন।। (১)

শ্রীভৈরব বলিলেন - অনন্তর আমি তোমাকে উত্তম পুরশ্চরণ বলিতেছি। মঙ্গল বা শনিবারে নরমুন্ড সংগ্রহ করিবে। তারপর নিঃসঙ্গ হইয়া উহা বিতস্তিমাত্র গর্ত্তে পুঁতিবে। রাত্রিকালে তাহার উপর (উপবেশন পূর্ব্বক) মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত দশশত (হাজার) বার মন্ত্র জপ করিবে। এই বিধানের দ্বারাই পুরশ্চর্য্যা করিতে হইবে। অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ বলিতেছি।। (২-৪)

হে বরাননে! গুরু, তাঁহার দয়িতা, তাঁহার পুত্র বা কন্যাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া অষ্টাধিক শত (১০৮) বার জপ করিবে, তাহাও পুরশ্চরণ বলা হয়। অথবা মস্তকপদ্মে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। (৫-৬)

---

(১) সংস্থাপ্য প্রজপেৎ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। (২) প্রকারেণ পুরশ্চর্য্যা প্রগীয়তে।

অষ্টাধিক (৩) সহস্রঞ্চ জপেদ্ ভৈরব রূপধৃক্।
অনেনৈব বিধানেন পুরশ্চরণমুচ্যতে।।৭।।
অথবান্য প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
চতুর্দ্দশীং সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দ্দশী।।৮।।
সহস্রং প্রত্যহং সাষ্টং জপেৎ(৪) সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
এতৎসর্ব্বং শ্মশানে চ রাত্রৌ বীরৈ-র্ব্বিধীয়তে।।৯।।
ইতি তে কথিতং ভদ্রে! (৫) পুরশ্চরণমুত্তমম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন জনন্যা জারবৎ প্রিয়ে! ।।১০।।
জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।১১।।
সকৃৎ দ্বিধা(১) ত্রিধা বাপি চতুর্থা যুগভেদতঃ।
কর্ত্তব্যঞ্চ প্রযত্নেন পুরশ্চরণমুত্তমম্।।১২।।

বঙ্গানুবাদ — তারপর ভৈরবরূপ ধারণ করতঃ অষ্টাধিক সহস্র (হাজার ৮ বার) জপ করিবে। এই বিধানকেও পুরশ্চরণ বলা হয়।।৭।।

অথবা প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ বলিতেছি, চতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ হাজার ৮ বার জপ করিলে সিদ্ধীশ্বর হইবে। এই সমস্ত শ্মশানে রাত্রিকালে বীরসাধকগণ অনুষ্ঠান করিবে।। (৮-৯)

হে ভদ্রে! ওই প্রকার উত্তম পুরশ্চরণ তোমার নিকট বলিলাম। জননীর জারসংসর্গের ন্যায় ইহা যত্নসহকারে গোপন করিবে। প্রাণহীন দেহী (জীব) যেমন সকল কর্ম্মে অক্ষম হয়, সেইরূপ পুরশ্চরণ-বিহীন মন্ত্রও নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।। (১০-১১)

একবার, দুইবার, তিনবার, অথবা কালভেদে চারিবার, এই উত্তম পুরশ্চরণ যত্নসহকারে করিবে।। (১২)

---

(৩) অষ্টাধিকং। (৪) জপ্ত্বা ।(৫) কান্তে। (১) সকৃদ্ দ্বিধা।

ইদানীং রক্তদানস্য বিধানং বরবর্ণিনি।।

গ্রাম্যারণ্যজলস্থানাং রুধিরং প্রীতিবর্দ্ধনম্।।১৩।।

ঘৃতাক্তং মধুনাক্তঞ্চ বিশেষাৎ প্রাণবল্লভে।।

জন্তুরক্তেন সম্পূর্ণ-কলসাৎ পর্ব্বতাত্মজে। ।।১৪।।

তিলপ্রমাণং রুধিরং নিজদেহস্য শস্যতে।

ললাট-হস্ত-হৃদয়-শিরোভ্রূমধ্য-দেশতঃ।১৫।।

স্বদেহরুধিরে দত্তে রুদ্রদেহ ইবাপরঃ।

ব্রাহ্মণো যদি বা ক্ষত্রো (২) বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ এব বা।।১৬।।

প্রদদ্যান্নিজরক্তঞ্চ মন্ত্রয়িত্বা প্রযত্নতঃ।

শক্তীনাং নাধিকারোহস্তি স্বদেহরুধিরার্পণে।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ — হে বরবর্ণিনি! এক্ষণে রক্তদানের বিধান বলিতেছি - গ্রাম্য (ছাগাদি), অরণ্য (কুক্কুটাদি) ও জলস্থ (মীনাদি) জন্তুর রুধির বিশেষভাবে ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া প্রদান করিলে প্রীতিবর্দ্ধক হয়। কিন্তু হে প্রাণবল্লভে পার্ব্বতি! জন্তুর রক্তের দ্বারা পরিপূর্ণ কলস হইতেও তিল-পরিমাণ নিজদেহের রুধির প্রশস্ত। উহা ললাট, হস্ত, হৃদয়, মস্তক ও ভ্রূমধ্যদেশ হইতে গ্রহণ করিবে।। (১৩-১৫)

স্বদেহের রুধির প্রদান করিলে সাধক অপর রুদ্রদেহের ন্যায় হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রও নিজরক্ত মন্ত্রপূত করিয়া সযত্নে প্রদান করিবে, কিন্তু স্ত্রীগণের নিজদেহের রক্তদানের অধিকার নাই।। (১৬-১৭)

---

(২) ক্ষত্রী।

মন্ত্রান্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু ভৈরবি। সাদরম্।

পূর্ব্বোক্তমন্ত্ররাজস্য মধ্যবীজত্রয়ং প্রিয়ে।।১৮।।

কূর্চ্চুকা নাম দেবী চ মহানীলসরস্বতী।

একৈব হি মহাদেবী নামমাত্রং (৩) ত্রিধা ভবেৎ।।১৯।।

প্রণবব্যতিরেকেন তৃতীয়ৈকজটা ভবেৎ।

যথা পঞ্চাক্ষরী ত্র্যর্ণা তথা বর্ণাচতুষ্টয়ম্ (৪)।।২০।।

মাহাত্ম্যং(১) ন চ ভেদঃ স্যাৎ সাম্যমিত্যভিধীয়তে।

ইতি তে কথিতং তত্ত্বং দুর্লভং ময়কা প্রিয়ে।।২১।।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন যোনিঃ পরনরে যথা।।২২।।

।। ইতি শ্রীতারাতন্ত্রে পঞ্চমঃ পটলঃ ।।

বঙ্গানুবাদ — হে ভৈরবি। মন্ত্রান্তর বলিতেছি, সাদরে শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররাজের (ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্) মধ্যের বীজত্রয়কে (হ্রীং স্ত্রীং হুং) কূর্চ্চুকা বলা হয়, তিনি দেবী মহানীলসরস্বতী। একই মহাদেবী (তারিণী) নামভেদে ত্রিধা হইয়া থাকেন।। (১৮-১৯)

প্রণব ব্যতীত তৃতীয়া একজটা। যেমন পঞ্চাক্ষরী, ত্র্যক্ষরী, সেইরূপ চতুরক্ষরী। ইঁহাদের মাহাত্ম্যে ভেদ নাই, সাম্যই উক্ত হয়। হে প্রিয়ে! আমি তোমাকে এই দুর্লভ তত্ত্ব বলিলাম। ইহা সর্ব্বপ্রকারে গোপন রাখিবে, যেমন পরপুরুষের নিকট যোনি গোপন করা হয়। (২০-২২)

পঞ্চম পটল সমাপ্ত

---

(৩) নামভেদাৎত্রিধা ভবেৎ। (৪) তথা বর্ণচতুষ্টয়া। (১) মাহাত্ম্যে।

শ্রীভৈরব উবাচ।

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি রহস্যং তারিণীময়ম্।
উগ্রাদিত্রয়মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণয়াম্যহম্ (৩) ।।১।।
সংক্ষেপত-স্তথাপীহ্ বর্ণয়ামি মহেশ্বরি! (৪)
তারামন্ত্রবিদো মন্ত্রী কালিমন্ত্রবিদ-স্তথা।।২।।
শিবাদপ্যধিকো দেবি! নাত্র কার্য্যশ্চ সংশয়ঃ।
তারামন্ত্রং বিনা দেবি! কালিকামন্ত্রমেব চ ।।৩।।
নাপ্নুয়াৎ পরমেশানি! ভোগমোক্ষৌ যশঃ শ্রিয়ৌ(৫)।
তারিণীহৃদয়জ্ঞানী লতাসাধনতৎপরঃ।।৪।।
পঞ্চম-প্রাশনপ্রাজ্ঞো দেবৈরপি নমস্যতে।
নিজ কান্তা-স্বরূপেণ নিজবন্ধুস্বরূপতঃ।।৫।।
দারিদ্র্যেণ বিরোধেন ন্যক্কারাদি-প্রয়োগতঃ।
পীড়াদিনা বিধীয়েত দেবৈ র্ভঙ্গোহত্র সাধনে।।৬।।

বঙ্গানুবাদ — শ্রীভৈরব বলিলেন - অনন্তর অন্য প্রকার তারিণীময় রহস্য বলিব। হে মহেশ্বরি! উগ্রাদি তিনটি মন্ত্রের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিয়াছি, তথাপি এখানে বর্ণনা করিতেছি। যেমন, তারামন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী (মননকারী সাধক), সেরূপ কালীমন্ত্রজ্ঞ শিব হইতেও অধিক, হে দেবি! এ বিষয়ে কোন সংশয় করিবে না। হে দেবি পরমেশানি! তারামন্ত্র ও কালিকামন্ত্র বিনা কেহ ভোগ, মোক্ষ, যশ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি তারিণীহৃদয়জ্ঞানী, লতাসাধনতৎপর এবং পঞ্চ ম-কার ভক্ষণে প্রাজ্ঞ, তিনি দেবগণেরও নমস্য। নিজ কান্তারূপে স্ববন্ধুরূপে, দারিদ্র্য, বিরোধ, অবজ্ঞাদি বাক্যপ্রয়োগ ও পীড়াদির দ্বারা দেবগণ এই সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন।। (১-৬)

(৩) মাহাত্ম্যবর্ণনামহম্ (৪) বরাননে। (৫) ভোগমোক্ষযশঃ শ্রিয়ঃ।

তস্মাদ্ যত্নেন বীরেন্দ্রো গুরবে বিনিবেদয়েৎ।
সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বোপাস্যা চ তারিণী।।৭।।
ভদ্রাভদ্র-বিচারঞ্চ যঃ করোতি স দুর্ম্মতিঃ।
ইতি তে কথিতং তত্ত্বমনুষ্ঠেশ্চ (১) সমাসতঃ।।৮।।
দর্শনাদ্‌ভক্তশাক্তা যে সুখন্তে পরিভুঞ্জতে।
তারাতন্ত্রং চীনতন্ত্রং কালীতন্ত্রং গুরূদিতম্।।৯।।
সর্ব্বথা গোপনীয়ৈব (২) শক্তিং বক্ষঃস্থলেহর্পয়েৎ।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় সাধকায় মহাত্মনে।।১০।।
বিলাসিনে স্বতন্ত্রায় গুরুতন্ত্রায় সুব্রতে।।
অন্যদ্ যন্নোক্তমত্রাপি তৎসর্ব্বং গুরুবক্ত্রতঃ।।১১।।
বিরুদ্ধং বেদবাদেহপি শ্রোতব্যং নাত্র সংশয়ঃ।।১২।।

।। ইতি শ্রীভৈরব-ভৈরবী-সংবাদে তারাতন্ত্রে ষষ্ঠঃ পটলঃ।।

।। সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।।

বঙ্গানুবাদ — অতএব, বীর সাধক যত্নসহকারে সমস্ত শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিবেন। সর্ব্বপ্রকারে সযত্নে সকলেরই তারিণীদেবী উপাস্যা। এই বিষয়ে যে ব্যক্তি ভদ্রাভদ্র বিচার করে, সে দুর্মতি। এই প্রকারে সংক্ষেপে অনুষ্ঠেয় তত্ত্ব তোমার নিকট বলিলাম।। (৭-৮)

যাঁহারা ভক্তশাক্ত, তাহারা দর্শনেই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। তারাতন্ত্র, চীনতন্ত্র, কালীতন্ত্র এবং শ্রীগুরুবাক্য সর্ব্বপ্রকারে গোপন রাখিবে এবং শক্তিকে বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিবে। হে সুব্রতে! ইহা শান্ত শিষ্য, মহাত্মা সাধক, বিলাসী, স্বতন্ত্র ও গুরুপরতন্ত্র সাধককে প্রদান করিবে। এখানে অন্যান্য যাহা কথিত হইল না, সে সমস্ত শ্রীগুরুমুখ হইতে জানিবে। ইহা বেদবাদে বিরুদ্ধ হইলেও শ্রোতব্য, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।। (৯-১২)

ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত

।। তারাতন্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত।।

(১) যদুচ্চৈশ্চ সমাসতঃ। মনুষ্ঠ্যা। অনুষ্ঠা। (২) গোপয়েদেব।

বৃদ্ধ বশিষ্ঠ-বৃত্তান্তঃ

(১)

(রুদ্রযামলে সপ্তদশপটলঃ।)

বশিষ্ঠো ব্রহ্মাপুত্রোঽপি চিরকালং সুসাধনম্।
চকার নির্জ্জনে দেশে কৃচ্ছ্রেণ তপসা বশী।।
ষট্‌সহস্রং বৎসরঞ্চ বাপ্য যোগাদিসাধনম্।
তথাপি সাক্ষাদ্ গিরিজা ন বভূব মহীতলে।।
ততো জগাম ক্রুদ্ধোঽসৌ তাতস্য নিকটে প্রভুঃ।
সর্ব্বং তৎ কথয়ামাস স্বীয়াচারক্রমং প্রভো! ।।
অন্যমন্ত্রং দেহি নাথ! এষা বিদ্যা ন সিদ্ধিদা।
অন্যথা সুদৃঢ়ং শাপং ত্বদগ্রে প্রদদামি হি।।
ততস্তং বারয়ামাস এবং ন কুরু ভো! সুত!।
পুনস্তাং ভজ ভাবেন যোগমার্গেণ পণ্ডিতঃ।।

বঙ্গানুবাদ — বশিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র হইলেও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জন দেশে কৃচ্ছ্র তপস্যার দ্বারা দীর্ঘকাল সুসাধন করিয়াছিলেন। ছয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত যোগাদি সাধন করিলেও দেবী পার্ব্বতী মহীতলে তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন না। হে প্রভো! তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ স্বীয় পিতা ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক নিজের আচারক্রম সমস্ত বলিলেন। 'হে নাথ! আমাকে অন্য মন্ত্র দিন, এই বিদ্যা সিদ্ধিপ্রদা নহে। অন্যথা আপনার সমক্ষে ভয়ঙ্কর শাপ প্রদান করিব।'

তাহাতে ব্রহ্মা নিষেধপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন - "হে পুত্র! এরূপ করিও না। পুনরায় তাঁহাকে যোগমার্গের ভাবে ভজনা কর।

ততঃ সা বরদা ভূত্বা আগমিষ্যতি তেহগ্রতঃ।
সা দেবী পরমা শক্তিঃ স্বর্বসঙ্কটতারিণী।।
কোটিসূর্য্যপ্রভা নীলা চন্দ্রকোটি-সুশীতলা।
স্থিরবিদ্যুল্লতাকোটি-সদৃশী কালকামিনী।।
স্বর্বস্বরূপা সর্ব্বাদ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতা।
শুদ্ধচীনাচাররতা শক্তিচক্র-প্রবর্ত্তিকা।।
অনন্তান্তমহিমা সংসারার্ণব তারিণী।
বুদ্ধেশ্বরী বুদ্ধিরূপা অথর্ব্ববেদ শাখিনী।।
সা পাতি জগতাং লোকাংস্তস্যাঃ কর্ম্ম চরাচরম্।
ভজ পুত্র! স্থিরানন্দঃ কথং শপ্তুং সমুদ্যতঃ।।
একান্তচেতসা নিত্যং ভজ পুত্র দয়ানিধে।
তস্যা দর্শনমেবং হি অবশ্যং সমবাপ্স্যসি।।

বঙ্গানুবাদ — তাহাতে সেই দেবী বরদা হইয়া তোমার নিকট আগমন করিবেন। সেই দেবী সর্ব্বসঙ্কটতারিণী পরমা শক্তি। কোটিসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলা, নীলবর্ণা, কোটিচন্দ্রের ন্যায়সুশীতলা। কোটি স্থিরবিদ্যুল্লতাসদৃশী কালকামিনী। তিনি সর্ব্বস্বরূপা, সকলের আদি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-বর্জ্জিতা, শুদ্ধ চীনাচারে রতা এবং শক্তিচক্রের প্রবর্ত্তিকা।

তাঁহার অনন্ত মহিমা, তিনি সংসারসমুদ্রের তারিণী, বুদ্ধের ঈশ্বরী, বুদ্ধিরূপা ও অথর্ব্ববেদশাখিনী। তিনি জগতের লোকদিগকে পালন করেন। এই চরাচর বিশ্ব তাঁহারই কর্ম্ম (সৃষ্ট)। হে পুত্র! স্থিরভাবে আনন্দিত হইয়া তাঁহার ভজনা কর, কিজন্য শাপপ্রদানে উদ্যত হইয়াছ? হে দয়ানিধে, পুত্র! একাগ্রচিত্তে নিত্য তাঁহার ভজনা কর, তাঁহার দর্শন অবশ্যই লাভ করিবে।।

এতচ্ছ্রুত্বণ গুরোর্বাক্যং প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
জগাম উদধেস্তীরে বশী বেদান্তবিৎ শুচিঃ।।
সহস্রবৎসরং সম্যক্ জজাপ পরমং জপম্।
আদেশোঽপি ন বভূব ততঃ ক্রোধপরো মুনিঃ।।
ব্যাকুলাত্মা মহাবিদ্যাং বশিষ্ঠঃ শপ্তুমুদ্যতঃ।
দ্বিরাচম্য মহাশাপঃ প্রদত্তশ্চ সুদারুণঃ।।
তেনৈব মুনিনা নাথ! মুনেরগ্রে কুলেশ্বরী।
আজগাম মহাবিদ্যা যোগিনামভয় প্রদা।।
অকারণমরে বিপ্র! শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।
মম পূজাং ন জানাসি মৎকুলাগম-চিন্তনম্।।
কথং যোগাভ্যাসবশাৎ মৎপাদাম্ভোজ-দর্শনম্।
প্রাপ্নোতি মানুষো দেবো মম ধ্যানমদুঃখদম্।।
যঃ কুলার্থী সিদ্ধমন্ত্রী মদ্বেদাচার-নির্ম্মলম্।
মমৈব সাধনং পুণ্যং বেদানামপ্যগোচরম্।।

বঙ্গানুবাদ — পিতা ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় বেদান্তবিৎ পবিত্র বশিষ্ঠ সমুদ্রের তীরে (নীলাচলে) গমন করিলেন। সেখানে সহস্র বৎসর সম্যক্‌রূপে অতিশয় জপ করিলেন। (কিন্তু দর্শন দূরে থাকুক), আদেশও মিলিল না, তাহাতে ক্রোধপর ব্যাকুলচিত্ত মুনি বশিষ্ঠ মহাবিদ্যাকে অভিশাপ প্রদানে উদ্যত হইয়া দুইবার আচমনপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর মহাশাপ প্রদান করিলেন।।

মুনি বশিষ্ঠ ঐরূপ করিলে, হে নাথ! তাঁহার সম্মুখে যোগিগণের অভয়প্রদা কুলেশ্বরী মহাবিদ্যা আগমনপূর্ব্বক বলিলেন - 'হে বিপ্র! অকারণ কিজন্য ভয়ঙ্কর শাপ প্রদান করিলে? আমার পূজা ও কুলাগমচিন্তন জান না, কিপ্রকারে যোগাভ্যাসবশতঃ আমার পাদপদ্মদর্শন মানুষ বা দেবতা প্রাপ্ত হইবে? আমার ধ্যান কখনও দুঃখপ্রদ হয় না। যিনি কুলার্থী, সিদ্ধমন্ত্রী, তিনি আমার নির্ম্মল আচার জানেন। আমার সাধন অতিশয় পুণ্য এবং বেদেরও অগোচর।।

বৌদ্ধদেশেঽথর্ব্ব বেদে মহাচীনে সদা ব্রজ।
তত্র গত্বা মহাভাবং বিলোক্য মৎপদাম্বুজম্।।
সৎকুলজ্ঞো মহর্ষে! ত্বং মহাসিদ্ধো ভবিষ্যসি।
এতদ্বাক্যং কথিত্বা সা বায়ব্যাকাশগামিনী।।
নিরাকারাঽভবৎ শীঘ্রং ততঃ সাকাশ বাহিনী।
ততো মুনিবরঃ শ্রুত্বা মহাবিদ্যাসরস্বতীম্।।
জগাম চীনভূমৌ চ যত্র বুদ্ধঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
পুনঃপুনঃ প্রণম্যাসৌ বশিষ্ঠঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।।
রক্ষ রক্ষ মহাদেব! বুদ্ধরূপধরাব্যয়ঃ(য়!)।
অতিদীনং বশিষ্ঠং মাং সদা ব্যাকুলচেতসম্।।
ব্রহ্মপুত্রং মহাদেবী-সাধনায়াজগাম চ (যঃ)।
সিদ্ধিমার্গং ন জানামি দেবমার্গপরোঽহরঃ(১)।
তবাচারং সমালোক্য ভয়ানি সন্তি মে হৃদি।।

বঙ্গানুবাদ — বৌদ্ধদেশে, অথর্ববেদে ও মহাচীনে সর্ব্বদা অন্বেষণ কর। সেখানে গমনপূর্ব্বক মহাভাব ও আমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, হে মহর্ষে! তুমি মৎকুলজ্ঞ ও মহাসিদ্ধ হইবে।।" এই বাক্য বলিয়া সেই আকাশগামিনী আকাশমার্গে শীঘ্র অন্তর্হিতা হইলেন।।

তারপর মুনিবর বশিষ্ঠ মহাবিদ্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া চীনদেশে গমন করিলেন, সেখানে বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বশিষ্ঠ ভূমিতলে পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন - "হে মহাদেব! বুদ্ধরূপধারী অব্যয়! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আমি অতিদীন সদা ব্যাকুলচিত্ত ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ, মহাদেবীর সাধনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমি দেবমার্গপর, সিদ্ধিমার্গ জানি না, আপনার আচরণ দর্শনে আমার চিত্তে ভয় হইতেছে।।

তন্নাশয় মম ক্ষিপ্রং দুর্ব্বুদ্ধিং বেদগামিনীম্।
বেদবহিষ্কৃতং কর্ম্ম সদা তে চালয়ে প্রভো।।
কথমেতৎ প্রকারঞ্চ মদ্যং মাংসং তথাঙ্গনাম্ (না)।
সর্ব্বে দিগম্বরা সিদ্ধাঃ রক্তপানোদ্যতা বরাঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রপিবন্তি রময়ন্তি বরাঙ্গনাম্।।
সদা মাংসাসবৈঃ পূর্ণা মত্তা রক্তবিলোচনাঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তাঃ পূর্ণান্তঃকরণোদ্যতাঃ।।
বেদস্যাগোচরাঃ সর্ব্বে মদ্য-স্ত্রী-সেবনে রতাঃ
ইত্যুবাচ মহাযোগী দৃষ্ট্বা বেদবহিষ্কৃতম্।।
প্রাঞ্জলির্ব্বিনয়াবিষ্টো বদ চৈতৎকুলপ্রভো!
মনঃ প্রবৃত্তিরেতেষাং কথং ভবতি পাবন (২) (নী)।।
কথং বা জায়তে সিদ্ধি র্ব্বেদ কার্য্যং বিনা প্রভো!

বঙ্গানুবাদ — অতএব শীঘ্র বেদাগামিনী আমার দুর্ব্বুদ্ধি নাশ করুন। হে প্রভো! আপনার এখানে সর্বদা বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম চলিতেছে। কিজন্য এইপ্রকার মদ্য, মাংস, অঙ্গনা, সকলেই দিগম্বর, সিদ্ধ, রক্তপানে উদ্দ্যত, মুহুর্মুহুঃ (মদ্য) পান করিতেছে এবং বরাঙ্গনার সহিত রমণ করিতেছে। সর্ব্বদাই মাংস ও মদ্যে সম্পূর্ণ মত্ত ও রক্তাক্তচক্ষু, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ স্বেচ্ছাচারী। বেদের অগোচর, সকলে মদ্য ও স্ত্রীসেবায় রত। মহাযোগী (বশিষ্ঠ) এরূপ আচরণ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলিলেন - হে কুলগুরু! ইহা বলনু, ইহাদিগের মনঃপ্রবৃত্তি কিপ্রকারে পবিত্র হইবে? হে প্রভো! বেদকার্য্য ব্যতীত কি প্রকারেই বা সিদ্ধি লাভ হইবে?

---

(২) পামরঃ (রা)।

বুদ্ধ উবাচ।

বশিষ্ঠ! শৃণ বক্ষ্যামি কুলমার্গমনুত্তমম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ রুদ্ররূপী ভবেৎ ক্ষণাৎ।।
সঙ্ক্ষেপেণ সর্ব্বসারং কুলসিদ্ধ্যর্থমাগমম্।
আদৌ শুচির্ভবেদ্বীরো বিবেকাক্রান্তমানসঃ।
পশুভাবস্থিরচেতাঃ পশুসঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ।।
একাকী নির্জ্জনে স্থিত্বা কামক্রোধাদিবর্জ্জিতঃ।
সদা যোগাভ্যাসরতো যোগশিক্ষাদৃঢ়ব্রতঃ।।
বেদমার্গাশ্রয়ো নিত্যং বেদার্থনিপুণো (১) মহান্।
এবং ক্রমেণ ধর্ম্মাত্মা শীলৌদার্য্য গুণান্বিতঃ।।
ধারয়েন্মারুতং নিত্যং শ্বাসমার্গে মনোলয়ম্।
এবমভ্যাসযোগেন বশী যোগী দিনে দিনে।।
শনৈঃ শনৈঃ কৃতাভ্যাসাদ্দেহে স্বেদোদ্গমোহধমঃ।
মধ্যমঃ স্বল্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।।

বঙ্গানুবাদ — বুদ্ধদেব বলিলেন — হে বশিষ্ঠ! শ্রবণ কর, তোমাকে অনুত্তম (যাহা হইতে উত্তম আর নাই, অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট) কুলমার্গ বলিব, যাহার বিজ্ঞান মাত্রে তৎক্ষণাৎ সাধক রুদ্ররূপী হইয়া থাকে। কুলসিদ্ধির নিমিত্ত সংক্ষেপে সর্ব্বসার আগম বলিতেছি। বীর সাধক প্রথমতঃ বিবেকের দ্বারা মন সংযত করতঃ পবিত্র হইবে। পশুভাবে স্থিরচিত্ত হইয়া পশুসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কামক্রোধাদিরহিত হইয়া একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে রত থাকিয়া যোগশিক্ষায় দৃঢ়ব্রত হইয়া নিত্য বেদমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক বেদার্থে নিপুণ ও মহান্ হইবে। এই প্রকারে শীল (স্বভাব) ও ঔদার্য্যগুণযুক্ত ধর্ম্মাত্মা সাধক নিত্য শ্বাসমার্গে মনোলয়রূপ মারুত ধারণ করিবে (অর্থাৎ শ্বাসরুদ্ধ করিবে)। এই প্রকার অভ্যাসযোগের দ্বারা যোগী দিনে দিনে বশী (সংযত) হইবে। ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে দেহে অধম স্বেদোদ্গম হইবে। তারপর মধ্যম অল্পসংযুক্ত ভূমিত্যাগ শ্রেষ্ঠ জানিবে।

প্রাণায়ামেন সিদ্ধিঃ (দ্ধঃ) স্যান্নরো যোগেশ্বরো ভবেৎ।
যোগী ভূত্বা কুম্ভকজ্ঞো মৌনী ভক্তো দিবানিশম্।।
শিবে কৃষ্ণে ব্রহ্মপদে একান্তভক্তি-সংযুতঃ।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবা এতে বায়বীগতে চঞ্চলাঃ।।
এবং বিভাব্য মনসা কর্ম্মণা বচসা শুচিঃ।
শক্তৌ চিত্তং সমাধায় চিদ্রূপায়াং স্থিরাশয়ঃ।।
ততো মহাবীরভাবং কুলমার্গ-মহোদয়ম্।
শক্তিচক্রং সত্ত্বচক্রং বৈষ্ণবং নববিগ্রহম্।।
সমাশ্রিত্য ভজেন্মন্ত্রী কুলকাত্যায়নীং পরাম্।
প্রত্যক্ষদেবতাং শ্রীদাং চণ্ডো দেবগা (?) নিকৃন্তনীম্।।
চিদ্রূপাং জ্ঞাননিলয়াং চৈতন্যানন্দ-বিগ্রহাম্।
কোটি সৌদামিনীভাসাং সর্ব্বতত্ত্ব-স্বরূপিণীম্।।
অষ্টাদশভুজাং রৌদ্রীং শিবমাংসাচল প্রিয়াম্।
আশ্রিত্য প্রজপেন্মন্ত্রং কুলমার্গাশ্রয়ো নরঃ।।
কুলমার্গাৎ পরং মার্গং কো জানাতি জগৎত্রয়ে।
এতন্মার্গপ্রসাদেন ব্রহ্মা স্রষ্টা স্বয়ং মহান্।।

বঙ্গানুবাদ — প্রাণায়ামের দ্বারা সিদ্ধ হইলে মনুষ্য যোগেশ্বর হইতে পারে। যোগী হইয়া কুম্ভকজ্ঞ মৌনী ভক্ত দিনরাত শিব, কৃষ্ণ ও ব্রহ্মপদে একান্ত ভক্তিযুক্ত হইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব - ইঁহারা বায়ুর গতির ন্যায় চঞ্চল। এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক মন, কর্ম্ম ও বাক্যের দ্বারা পবিত্র হইয়া চিদ্রূপা শক্তিতে চিত্ত স্থাপন করতঃ স্থিরাশয় (নিশ্চল) হইবে।। তারপর কুলমার্গ-শ্রেষ্ঠ মহাবীর ভাব, শক্তিচক্র, সত্ত্বচক্র, বৈষ্ণব নববিগ্রহ আশ্রয়পূর্ব্বক মন্ত্রী (মননশীল সাধক) শ্রেষ্ঠ কুলকাত্যায়নীর ভজনা করিবে। তিনি প্রত্যক্ষদেবতা, ঐশ্বর্য্যদাত্রী, প্রচণ্ডা, চিদ্রূপা, জ্ঞাননিলয়া, চৈতন্যানন্দ-বিগ্রহা। কোটিবিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বলা, সর্ব্বতত্ত্ব-স্বরূপিনী, অষ্টাদশভুজা, রৌদ্রী ও শিবশরীরে স্থির থাকিতে প্রিয়া। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কুলমার্গাশ্রিত সাধক মন্ত্র জপ করিবে। এই ত্রিভুবনে কুলমার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মার্গ কে জানে? এই মার্গপ্রসাদে ব্রহ্মা স্বয়ং মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন।

বিষ্ণুশ্চ পালনে শক্তো নির্ম্মলঃ সত্ত্বরূপধৃক্।
সর্ব্বসেব্যো মহাপূজ্যো যজুর্ব্বেদাধিপো মহান্।।
হরঃ সংহারকর্ত্তা চ বীরেশো-(১) ত্তমমানসঃ।
সর্ব্বেষামন্তকঃ ক্রোধী ক্রোধরাজো মহাবলী।।
বীরভাবপ্রসাদেন দিক্‌পালা রুদ্ররূপিণঃ।
মাসেনাকর্ষণং সিদ্ধি র্দ্বিমাসে বাক্‌পতি র্ভবেৎ।।
মাসত্রয়েণ সংযোগে জায়তে সুরবল্লভঃ।
এবং চতুষ্টয়ে মাসি ভবেদ্ দিক্‌পালগোচরঃ।।
পঞ্চমে পঞ্চবাণঃ স্যাদ্ ষষ্ঠে রুদ্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
এতদাচারসারং হি সর্ব্বেষামপ্যগোচরম্।।
এতন্মার্গং দৃঢ়চিত্তানাং ভক্তানামেকমাসতঃ।।
কার্য্যসিদ্ধির্ভবেন্নারী - কুলমার্গপ্রসাদতঃ।
পূর্ণযোগী ভবেদ্বিপ্রঃ ষন্মাসাভ্যাসযোগতঃ।।

বঙ্গানুবাদ — (এই মার্গাশ্রয়ে) নির্ম্মল সত্ত্বরূধারী বিষ্ণু ও পালনকার্য্যে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বসেব্য, মহাপূজ্য ও মহান্ যজুর্ব্বেদাধিপ এবং সংহারকর্ত্তা হরও বীরশ্রেষ্ঠগণের মনোনীত, সকলের বিনাশক, ক্রোধী, ক্রোধরাজ ও মহাবলী হইয়াছেন।।

এই বীরভাবের প্রসাদে দিক্‌পালগণ রুদ্ররূপী। (ইহার সাধনে) একমাসে আকর্ষণ সিদ্ধি, দুইমাসে বাক্‌পতি হইবে। মাসত্রয় সংযোগে দেবতাগণের প্রিয় হইবে। এই প্রকার চারিমাসে দিক্‌পালগণের দর্শনপ্রাপ্ত হইবে, পঞ্চম মাসে কামদেব এবং ষষ্ঠমাসে নিশ্চিত রুদ্র হইবে। এই আচার-সার সকলেরই অগোচর।।

এই পথ (পদ্ধতি) কৌলমার্গ, কৌলমার্গ হইতে আর শ্রেষ্ঠ নাই। দৃঢ়চিত্ত ভক্তযোগিগণের এক মাসেই নারী ও কুলমার্গ প্রসাদে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ছয় মাস অভ্যাসযোগের ফলে পূর্ণযোগী হইবে।

শক্তিং বিনা শিবোঽপ্যশক্তঃ কিমন্যো জড়বুদ্ধয়ঃ।
ইত্যুক্তা বুদ্ধরূপী চ কারয়ামাস সাধনম্।।
কুরু বিপ্র। মহাশক্তিসেবনং মদ্যসাধনম্।
মহাবিদ্যাপদাম্ভোজ-দর্শনং সমবাপ্স্যসি।।
এতৎ শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং স্মৃত্বা দেবীং সরস্বতীম্।
মদিরাসাধনং কুর্ত্তুং জগাম কুলমন্ডপে।।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
পুনঃ পুনঃ সাধয়িত্বা পূর্ণযোগী বভূব সঃ।।

বঙ্গানুবাদ — শক্তি ব্যতীত শিবও অসমর্থ, আর অন্য জড়বুদ্ধিগণের কথা কি? —এই বলিয়া বুদ্ধরূপী (জনার্দ্দন) বশিষ্ঠকে সাধন করাইলেন। 'হে বিপ্র। তুমি মহাশক্তিসেবন মদ্যসাধন কর, মহাবিদ্যার পাদপদ্ম দর্শনলাভ করিবে।।

(বশিষ্ঠ) গুরু বুদ্ধদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দেবী সরস্বতীকে স্মরণপূর্ব্বক মদিরা সাধন করিতে কুলমন্ডপে গমন করিলেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন পুনঃ পুনঃ সাধন করিয়া তিনি (বশিষ্ঠ) পূর্ণযোগী হইলেন।

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠঃ স্থিরসংযমী।
তারামারাধয়ামাস পুরা নীলাচলে মুনিঃ।। ১৩ ।।
জপন্ স তারিণীং বিদ্যাং কামাখ্যাযোনিমন্ডলে।
গময়ামাস বর্ষাণামযুতং ধ্যানতৎপরঃ।। ১৪ ।।
বর্ষাযুতেন তস্যৈবং চিরমারাধিতা সতী।
নানুগ্রহং চকারাসৌ তারা সংসারতারিণী ।। ১৫ ।।
অথাসৌ পিতরং গত্বা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
কোপেন জ্বলিতো বিদ্যাং তত্যাজ পিতুরন্তিকে।। ১৬ ।।
দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশং তপোভির্জ্বলিতং মুনিম্।
ব্রহ্মা হি স মুনিং প্রাহ শৃণু পুত্র! বচো মম।। ১৭ ।।
তত্ত্বজ্ঞানময়ী বিদ্যা তারা ভুবন তারিণী।
আরাধয় শ্রীচরণমনুদ্বিগেন চেতসা ।। ১৮ ।।
অস্যাঃ প্রসাদাদেবাহং ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
সৃজামি চতুরো বেদান্ কল্পয়ামি স্ম লীলয়া।। ১৯ ।।
এনামেব সমারাধ্য বিদ্যাং ভুবন তারিণীম্ ।
তত্ত্বজ্ঞানময়ো বিষ্ণুর্ভুবনং পালয়ত্যসৌ ।। ২০ ।।
সংহারকালে চ হরো রুদ্রমূর্ত্তিধরঃ পরঃ (ং)।
তারামেব সমারাধ্য সংহরত্যখিলং জগৎ ।। ২১ ।।

বঙ্গানুবাদ — ব্রহ্মার মানস-পুত্র স্থিরসংযমী মুনি বশিষ্ঠ পূর্ব্বে নীলাচলে তারাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া কামাখ্যাযোনিমন্ডলে তারিণী বিদ্যা জপ করতঃ অযুতবর্ষ আরাধনা করিলেও সংসারতারিণী দেবী তারা তাঁহাকে অনুগ্রহ করিলেন না।। (১৩-১৫)

অনন্তর তিনি (বশিষ্ঠ) পিতা পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া পিতার সমীপে বিদ্যা পরিত্যাগ করিলেন।। ১৬ ।।

তপস্যার দ্বারা সূর্য্যতুল্য প্রজ্জ্বলিত মুনি বশিষ্টকে ব্রহ্মা বলিলেন — হে পুত্র! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ভুবনতারিণী তারা তত্ত্বজ্ঞানময়ী বিদ্যা, নিরুদ্বেগ চিত্তে তাঁহার শ্রীচরণ আরাধনা কর।। (১৭-১৮)

এই তারাদেবীর কৃপাতেই আমি চতুর্দ্দশ ভুবনসৃষ্টি করিয়াছি এবং অনায়াসে চারিটি বেদ প্রকাশ করিয়াছি। এই ভুবনতারিণী বিদ্যার আরাধনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানময় বিষ্ণু বিশ্ব পালন করিতেছেন। সংহারকালে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শিব এই তারার আরাধনা করিয়া অখিল জগৎ সংহার করিয়া থাকেন।।(১৯-২১)

বশিষ্ঠ উবাচ

দেবানামাদিভূতস্ত্বং সর্ব্ববিদ্যাময়ঃ প্রভো।।
কথং দত্তা দুরারাধ্যা বিদ্যা মহ্যমিয়ং ত্বয়া।।২৩।।
সহস্রবৎসরান্ পূর্ব্বমিয়মারাধিতা পুরা।
নীলাচলে নিবসতা হবিষ্যং ভুঞ্জতা ময়া।।২৪।।
তথাপি তাত! তারিণ্যাঃ করুণা ময়ি নাভবৎ
ততো গণ্ডুষমাত্রন্তু কালে কালে পিবন্ জলম্।।২৫।।
আরাধয়ামি তাং দেবীং বৎসরাণাং সহস্রকম্।
তথাপি যদি নৈবাভূত্তারিণ্যাঃ করুণা ময়ি।।২৬।।
তথা(দা) হমেক-পাদেন তিষ্ঠ ন্নীলাচলোপরি।
পরং সমাধিমাসাদ্য নিরাহারো দৃঢ়ব্রতঃ।।২৭।।
তামেবাকরুণাং ধ্যায়ন্ জপংস্তামেব সর্ব্বদা।
অতিবাহিতবান্ বর্ষং সহস্রাষ্টক মুত্তমম্।।২৮।।
এবং দশসহস্রন্তু বর্ষাণামহমীশ্বরীম্।
কামাখ্যাযোনিমাশ্রিত্য সমারাধিতবান্ প্রভো!।।২৯।।
অদ্যাপ্যনুগ্রহস্তস্যা-স্তথাপি ন হি দৃশ্যতে।
অতস্ত্যজামি দুরসাধ্যাং বিদ্যামেতাং সুদুঃখিতঃ।।৩০।।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ শান্তয়ন্ পুত্রং বশিষ্ঠং মুনীনাং বরম্।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ — বশিষ্ঠ বলিলেন - হে প্রভো! আপনি দেবগণের আদি এবং সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপ, কিজন্য আমাকে এই দুরারাধ্যা বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন? পূর্ব্বে সহস্র বৎসর নীলাচলে অবস্থানপূর্ব্বক হবিষ্য ভোজন করিয়া আমি এই তারাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলাম। হে তাত! তথাপি আমার প্রতি তারিণীদেবীর করুণা হয় নাই। তারপর কালে কালে গণ্ডূষমাত্র জলপান করিয়া সহস্র বৎসর এই দেবীর আরাধনা করিলাম। তথাপি যখন আমার প্রতি তারিণীদেবীর করুণা হইল না, তখন আমি নীলাচল পর্ব্বতে একপাদে অবস্থানপূর্ব্বক তীব্র সমাধি অবলম্বন করিয়া নিরাহার ও দৃঢ়ব্রত হইয়া সেই অকরুণাময়ীর ধ্যান ও সর্ব্বদা জপ করিয়া অষ্ট সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম।। (২৩-২৮)

হে প্রভো! এই প্রকার দশ সহস্র বৎসর আমি কামাখ্যাযোনি আশ্রয়পূর্ব্বক ঈশ্বরীর (এই তারা দেবীর) আরাধনা করিলাম। তথাপি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনুগ্রহ দৃষ্ট হইল না। অতএব সুদুঃখিত হইয়া এই দুঃসাধ্য বিদ্যা আমি ত্যাগ করিতেছি।।(২৯-৩০)

এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা মুনিগণের শ্রেষ্ঠ পুত্র বশিষ্ঠকে সান্ত্বনা করতঃ বলিতে লাগিলেন।। (৩১)

ব্রহ্মোবাচ।

বশিষ্ঠ। বৎস। গচ্ছ ত্বং পুনঃ নীলাচলং প্রতি।

তত্র স্থিতো মহাদেবী-মারাধয় দৃঢ়ব্রতঃ।।৩২।।

কামাখ্যা-যোনিমাশ্রিত্য জগতঃ পরমেশ্বরীম্।

অচিরাদেব তে সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।৩৩।।

এতস্যাঃ সদৃশী বিদ্যা কাচিন্ন হি জগত্রয়ে।

ইমাং ত্যক্তা পুনর্ব্বিদ্যাং অন্যাং কাং ত্বং গ্রহীষ্যসি।।৩৪।।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রণম্য পিতরং মুনিঃ।

পুন র্জগাম কামাখ্যা-যোনি মন্ডল-সন্নিধিম্।।৩৫।।

তত্র গত্বা মুনিবরঃ পূজাসম্ভার-তৎপরঃ।

আরাধয়ন্ মহামায়াং বশিষ্ঠোহপি জিতেন্দ্রিয়ঃ।।৩৬।।

অথারাধয়ত-স্তস্য সহস্রং পরিবৎসরান্।

জগ্মুস্তারা-মহাদেবী-পাদাম্ভোজা-নুবর্ত্তিনঃ।।৩৭।।

তথাপি তং প্রতি প্রীতা যদা নাভূন্মহেশ্বরী।

তদা রোষেণ মহতা জজ্বাল স মুনীশ্বরঃ।।৩৮।।

বঙ্গানুবাদ — ব্রহ্মা বলিলেন - বৎস বশিষ্ঠ! তুমি পুনরায় নীলাচলে গমন কর। সেখানে অবস্থানপূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া কামাখ্যা-যোনি আশ্রয় করতঃ জগতের পরমেশ্বরী মহাদেবীর আরাধনা কর। অচিরেই তোমার সিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ত্রিভুবনে ইহার তুল্য কোন বিদ্যা নাই। এই বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তুমি অন্য কোন্ বিদ্যা গ্রহণ করিবে?।।(৩২-৩৪)

এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি (বশিষ্ঠ) পিতাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় কামাখ্যা-যোনিমন্ডল সমীপে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ পূজোপকরণ সংগ্রহে তৎপর হইলেন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া মহামায়ার আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তারা মহাদেবীর পাদপদ্মের অনুবর্ত্তী তাঁহার সহস্র পরিবৎসর অতীত হইল। তথাপি যখন মহেশ্বরী তাঁহার প্রতি প্রীতা হইলেন না, তখন মুনীশ্বর বশিষ্ঠ প্রচন্ড ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইলেন।।(৩৫-৩৮)

তদা জলং সমাদায় তাং শপ্তুমুপচক্রমে।
এতস্মিন্নেব কালে তু রুষ্টমালোক্য তং মুনিম্।।৩৯।।
চচাল বসুধা সর্ব্বা সশৈল-বনকাননা।
হাহাকারো মহানাসীদ্দেবি! দেবেষু সর্ব্বতঃ।।৪০।।
ততো বভূব পুরত-স্তারা সংসার-তারিণী।
বশিষ্ঠ স্তাং সমালোক্য শশাপাতীব-দারুণম্।।৪১।।
ততো দেবী বশিষ্ঠেন শপ্তা ন ফলদা ভবেৎ।
চীনাচারং বিনা নৈব প্রসীদামি কদাচন।।৪২।।
উবাচ সাধকশ্রেষ্ঠং বশিষ্ঠমনুনীয় সা।
রোষেণ দারুণমনাঃ কথং মামনুশপ্তবান্।।৪৩।।
ময়ি আরাধনাচারং বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ।
এক এব বিজানাতি নান্যঃ কশ্চন তত্ত্বতঃ।।৪৪।।
বৃথৈবায়াস-বহুল(লং) কালোহয়ং গমিতস্ত্বয়া।
বিরুদ্ধাচারশীলেন মম তত্ত্বমজানতা।।৪৫।।
উদ্বোধরূপিণো বিষ্ণোঃ সান্নিধ্যং যাহি সাম্প্রতম্।
তেনোপদিষ্টাচারেণ সামারাধয় সুব্রত! ।।৪৬।।
তদৈবাশু প্রসন্নাস্মি ত্বয়ি যস্যা (বিপ্র) ন সংশয়ঃ।

বঙ্গানুবাদ — তখন তিনি (বশিষ্ঠ) হস্তে জল লইয়া সেই দেবীকে অভিশাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন।এই সময়ে সেই মুনিকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া পর্ব্বত বনকাননের সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইল। হে দেবি! চারিদিক হইতে দেবগণের মহান হাহাকার উত্থিত হইল।।(৩৯-৪০)

তারপর সংসার-তারিণী তারাদেবী তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া সুদারুণ শাপ প্রদান করিলেন। তারপর বশিষ্ঠের দ্বারা অভিশপ্তা দেবী ফলপ্রদা হইবেন না। দেবী সাধকশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে সানুনয়ে বলিলেন - চীনাচার ব্যতীত আমি কখনও প্রসন্ন হই না। ক্রোধে নিষ্ঠুরচিত্তে কেন আমাকে অভিশাপ দিতেছ?।।(৪১-৪৩)

আমার আরাধনার আচারপদ্ধতি একমাত্র বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন জানে, অন্য কেহই তত্ত্বতঃ জানে না।।৪৪।।

বৃথা পরিশ্রম করিয়া তুমি বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছ। বিরুদ্ধ আচারপদ্ধতিতে তুমি আমার তত্ত্ব জান না। এক্ষণে বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর নিকট যাও। হে সুব্রত! তাহার উপদিষ্ট পদ্ধতিতে আমার আরাধনা কর। তাহাতেই আমি শীঘ্র তোমার উপর প্রসন্ন হইব। হে বিপ্র! এ বিষয়ে কোন সংশয়নাই।। (৪৫-৪৬)

দ্বিতীয় পটলে

শ্রী ভৈবব উবাচ।

ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং ববিশষ্ঠোহসৌ মহামুনিঃ।
জগামাচার-বিজ্ঞান-বাঞ্ছয়া বুদ্ধরূপিণম্।। ১ ।।
ততো গত্বা মহাচীনদেশে জ্ঞানময়ো মুনিঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে সাধকেশ্বর-সেবিতে ।। ২ ।।
রণজ্জঘনরাবেণ রূপযৌবনশালিনা।
মদিরামোদচিত্তেন বিলাসোল্লসিতেন চ।। ৩ ।।
শৃঙ্গারসারবেশেন জগন্মোহণকারিণা।
ভয়-লজ্জাবিহীনেন দেব্যা ধ্যানপরেণ চ ।। ৪ ।।
কামিনীনাং সহস্রেণ পরিবারিতমীশ্বরম্।
মদিরাপান-সঞ্জাত-মন্দমন্দবিলোচনম্।। ৫ ।।
দূরাদেব বিলোক্যৈনং বশিষ্ঠো বুদ্ধরূপিণম্।
বিস্ময়েন সমাবিষ্টঃ স্মরণ্ সংসারতারিণীম্।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ —

তারপর মহামুনি বশিষ্ঠ সেই দেবীকে প্রণাম করিয়া আচার-বিজ্ঞানের বাসনায় বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিলেন। তারপর জ্ঞানময় মুনি (বশিষ্ঠ) মহাচীনদেশে গমনপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ সাধকগণের দ্বারা সেবিত হিমালয়ের পার্শ্বে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিলেন। (তখন তিনি কিরূপে অবস্থিত ছিলেন, তাহা বলিতেছেন) — রূপযৌবনশালিনী, মদিরাপানে আনন্দিতচিত্তা, বিলাসে উল্লাসিতা, শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গারের আবেশে জগজ্জনের মোহকারিণী, ভয়লজ্জাবিহীনা, দেবীর ধ্যানপরা সহস্র কামিনীগণে পরিবারিত, মদিরাপানহেতু লোচন ঈষৎ নিমীলিত - এরূপ বুদ্ধরূপী ঈশ্বরকে বশিষ্ঠ দূর হইতে দর্শন করিয়া সংসারতারিণীর স্মরণপূর্ব্বক বিস্ময়ে সমবিষ্ট হইলেন। (১-৬)

কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম্ম বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।

বেদবাদ-বিরুদ্ধোহয়মাচারোহসম্মতো মম।। ৭ ।।

ইতি চিন্তয়ত-স্তস্য বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।

আকাশবাণী প্রাহাশু মৈবং চিন্তয় সুব্রত। ।। ৮ ।।

আচারঃ পরমার্থোহয়ং তারিণীসাধনে মুনে!।

এতদ্বিরুদ্ধভাবস্য মতে নাসৌ প্রসীদতি ।। ৯ ।।

যদি তস্যাঃ প্রসাদং ত্বমচিরেণাভিবাঞ্ছসি।

এতেন চীনাচারেণ তদা তাং ভজ সুব্রত।।। ১০ ।।

আকাশবাণীমাকর্ণ্য রোমাঞ্চিত-কলেবরঃ।

বশিষ্ঠো দন্ডবদ্‌ভূমৌ পপাতাতীব-হর্ষিতঃ ।। ১১ ।।

তথোত্থায়াচিরেণাসৌ কৃতাঞ্জলিপুটো মুনিঃ।

জগাম বিষ্ণোঃ শরণং বুদ্ধরূপস্য পার্ব্বতি!।। ১২ ।।

বঙ্গানুবাদ —

'অহো! বুদ্ধরূপী বিষ্ণু এরূপ কি কর্ম্ম করিতেছেন। এই আচার বেদবাদের বিরুদ্ধ ও আমার অসম্মত' — মহাত্মা বশিষ্ঠ এরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে, আকাশ-বাণী (অশরীরী বাণী) বলিল —"হে সুব্রত! সহসা এরূপ চিন্তা করিও না। হে মুনে! তারিণী-সাধনে ইহাই পরমার্থ-আচার। ইহার বিরুদ্ধভাবের মতে তিনি (তারিণীদেবী) প্রসন্না হন না। হে সুব্রত! যদি তুমি শীঘ্র তাঁহার প্রসন্নতা কামনা কর, তাহা হইলে এই চীনাচারে তাঁহাকে ভজনা কর।" (৭-১০)

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বশিষ্ঠ রোমাঞ্চিত-কলেবর ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। হে পার্ব্বতি! অনন্তর সেই মুনি (বশিষ্ঠ) অবিলম্বে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন।। (১১-১২)

অথাসৌ তং সমালোক্য মদিরামদবিহ্বলঃ।
প্রাহ বুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ।। ১৩ ।।
অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহ ভক্তিনম্রো মহামুনিঃ।
যদুক্তং তারিণীদেব্যা নিজারাধন-কর্ম্মনি।। ১৪ ।।
তৎশ্রুত্বা ভগবান্ বুদ্ধ-স্তত্ত্বজ্ঞানময়ো হরিঃ।
বশিষ্ঠং প্রাহ স-জ্ঞানং (২) চীনাচারাধিকারণান্ (ণম্) ।। ১৫ ।।
ন প্রকাশ্যোহয়মাচার-স্তারিণ্যাঃ সর্ব্বদা মুনে !
তব ভক্তিবশেনাস্মি প্রকাশ্যমিহ তৎপরঃ।। ১৬ ।।

বুদ্ধ উবাচ।

অথাচার-বিধিং বক্ষ্যে তারাদেব্যাঃ সমৃদ্ধিদম্।
যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জসি।। ১৭ ।।
সমস্তশোকশমন-সানন্দাদিবিভূতিদম্।
তত্ত্বজ্ঞানময়ং সাক্ষাদ্ বিমুক্তিফলদায়কম্।। ১৮ ।।

বঙ্গানুবাদ — অনন্তর তাঁহাকে দেখিয়া মদিরামদে বিহ্বল বুদ্ধ প্রসন্নচিত্তে বলিলেন —"কিজন্য তুমি এখানে আসিয়াছ?" (১৩)

তারপর ভক্তিনম্র মহামুনি (বশিষ্ঠ) বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া নিজের আরাধন-কর্ম্মবিষয়ে তারিণীদেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।। (১৪)

তাহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধরূপী তত্ত্বজ্ঞানময় ভগবান্ হরি বশিষ্ঠকে চীনাচারে সম্মত পঞ্চ ম-কারের জ্ঞান সম্বন্ধে বলিলেন। হে মুনে! তারিণীদেবীর এই আচার সর্ব্বদা প্রকাশ্য নহে, তোমার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ইহা আমি প্রকাশ করিলাম।। (১৫-১৬)

বুদ্ধদেব বলিলেন — তারাদেবীর সমৃদ্ধিপ্রদ আচার-বিধি বলিতেছি, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রে সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে না। ইহা সমস্ত শোক-বিনাশক, আনন্দাদি বিভূতিপ্রদ, তত্ত্বজ্ঞানময় ও সাক্ষাৎ বিমুক্তি-ফলপ্রদ ।। (১৭-১৮)

স্নানাদি মানসঃ শৌচো মানসঃ প্রবরো জপঃ।

পূজনং মানসং দিব্যং মানসং তর্পণাদিকম্ ।। ১৯ ।।

সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে ক্বচিৎ।

ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি।। ২০ ।।

বস্ত্রাসন-স্থানগেহ-দেহস্পর্শাদিবারিণঃ।

শুদ্ধিং ন চাচরেত্তত্র নির্ব্বিকল্পং মনশ্চরেৎ ।। ২১ ।।

নাত্র শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি ন চামেধ্যাদি দূষণম্।

সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীমস্নাতঃ কৃতভোজনঃ।। ২২ ।।

মহানিশ্যশুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ।

স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়াঃ।। ২৩ ।।

(অতঃপরং যদুক্তং তদন্যত্র প্রপঞ্চিতম্।)

বঙ্গানুবাদ — মানস শৌচ (মনের পবিত্রতা) স্নানাদি, মানস জপই শ্রেষ্ঠ (জপ), মানস পূজন দিব্য এবং তর্পণাদিও মানস। সকল কালই শুভ, ইহাতে কোন অশুভ কাল নাই। দিন, রাত, সন্ধ্যা ও মহানিশীথে কোন বিশেষ নাই ।। (১৯ - ২৫)

বস্ত্র, আসন, স্থান, গৃহ, দেহস্পর্শাদি জলসমূহ শুদ্ধি করিতে পারে না, এ বিষয়ে নির্ব্বিকল্প মনেরই আচরণ করিবে ।। ২১ ।।

এই বিষয়ে শুদ্ধ্যাদির কোন অপেক্ষা নাই এবং অমেধ্য প্রভৃতিও দূষণীয় নহে, অস্নাত (স্নান না করিয়া) ও ভোজন করিয়া সর্ব্বদা দেবীকে পূজা করিবে।। ২২ ।।

মহা নিশীথে অশুচি দেশে মন্ত্রের দ্বারা বলি (পূকোপহার) প্রদান করিবে। কখনও স্ত্রীগণের প্রতি দ্বেষ করিবে না। বিশেষতঃ স্ত্রীরূপিণী দেবীর পূজা করা হইতেছে।। ২৩ ।।

(অতঃপর যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যত্র বিস্তারিত আছে।)

অথাসৌ তং সমালোক্য মদিরামদবিহ্বলঃ।
প্রাহ বুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ।। ১৩ ।।
অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহ ভক্তিনম্রো মহামুনিঃ।
যদুক্তং তারিণীদেব্যা নিজারাধন-কর্ম্মনি।। ১৪ ।।
তৎশ্রুত্বা ভগবান্ বুদ্ধ-স্তত্ত্বজ্ঞানময়ো হরিঃ।
বশিষ্ঠং প্রাহ স-জ্ঞানং (২) চীনাচারাধিকারণান্ (ণম্) ।। ১৫ ।।
ন প্রকাশ্যোহয়মাচার-স্তারিণ্যাঃ সর্ব্বদা মুনে !
তব ভক্তিবশেনাস্মি প্রকাশ্যমিহ তৎপরঃ।। ১৬ ।।

বুদ্ধ উবাচ।

অথাচার-বিধিং বক্ষ্যে তারাদেব্যাঃ সমৃদ্ধিদম্।
যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জসি।। ১৭ ।।
সমস্তশোকশমন-সানন্দাদিবিভূতিদম্।
তত্ত্বজ্ঞানময়ং সাক্ষাদ্ বিমুক্তিফলদায়কম্।। ১৮ ।।

বঙ্গানুবাদ — অনন্তর তাঁহাকে দেখিয়া মদিরামদে বিহ্বল বুদ্ধ প্রসন্নচিত্তে বলিলেন —"কিজন্য তুমি এখানে আসিয়াছ?" (১৩)

তারপর ভক্তিনম্র মহামুনি (বশিষ্ঠ) বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া নিজের আরাধন-কর্ম্মবিষয়ে তারিণীদেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।।(১৪)

তাহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধরূপী তত্ত্বজ্ঞানময় ভগবান্ হরি বশিষ্ঠকে চীনাচারে সম্মত পঞ্চ ম-কারের জ্ঞান সম্বন্ধে বলিলেন। হে মুনে! তারিণীদেবীর এই আচার সর্ব্বদা প্রকাশ্য নহে, তোমার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ইহা আমি প্রকাশ করিলাম।।(১৫-১৬)

বুদ্ধদেব বলিলেন — তারাদেবীর সমৃদ্ধিপ্রদ আচার-বিধি বলিতেছি, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রে সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে না। ইহা সমস্ত শোক-বিনাশক, আনন্দাদি বিভূতিপ্রদ, তত্ত্বজ্ঞানময় ও সাক্ষাৎ বিমুক্তি-ফলপ্রদ ।।(১৭-১৮)

স্নানাদি মানসঃ শৌচো মানসঃ প্রবরো জপঃ।
পূজনং মানসং দিব্যং মানসং তর্পণাদিকম্ ।। ১৯ ।।
সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে কচিৎ।
ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি।। ২০ ।।
বস্ত্রাসন-স্থানগেহ-দেহস্পর্শাদিবারিণঃ।
শুদ্ধিং ন চাচরেত্তত্র নির্ব্বিকল্পং মনশ্চরেৎ ।। ২১ ।।
নাত্র শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি ন চামেধ্যাদি দূষণম্।
সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীমস্নাতঃ কৃতভোজনঃ।। ২২ ।।
মহানিশ্যশুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ।
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়াঃ।। ২৩ ।।

(অতঃপরং যদুক্তং তদন্যত্র প্রপঞ্চিতম্।)

বঙ্গানুবাদ — মানস শৌচ (মনের পবিত্রতা) স্নানাদি, মানস জপই শ্রেষ্ঠ (জপ), মানস পূজন দিব্য এবং তর্পণাদিও মানস। সকল কালই শুভ, ইহাতে কোন অশুভ কাল নাই। দিন, রাত, সন্ধ্যা ও মহানিশীথে কোন বিশেষ নাই ।। (১৯ - ২৫)

বস্ত্র, আসন, স্থান, গৃহ, দেহস্পর্শাদি জলসমূহ শুদ্ধি করিতে পারে না, এ বিষয়ে নির্ব্বিকল্প মনেরই আচরণ করিবে ।। ২১ ।।

এই বিষয়ে শুদ্ধ্যাদির কোন অপেক্ষা নাই এবং অমেধ্য প্রভৃতিও দূষণীয় নহে, অস্নাত (স্নান না করিয়া) ও ভোজন করিয়া সর্ব্বদা দেবীকে পূজা করিবে।। ২২ ।।

মহা নিশীথে অশুচি দেশে মন্ত্রের দ্বারা বলি (পূজোপহার) প্রদান করিবে। কখনও স্ত্রীগণের প্রতি দ্বেষ করিবে না। বিশেষতঃ স্ত্রীরূপিণী দেবীর পূজা করা হইতেছে।। ২৩ ।।

(অতঃপর যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যত্র বিস্তারিত আছে।)

"পূজাকালং বিনা নৈব পশ্যেচ্ছক্তিং দিগম্বরীম্।
পূজাকালং বিনা নৈব সুরা পেয়া চ সাধকৈঃ।।
আয়ুষা হীয়তে দৃষ্ট্বা পীড়া চ নরকং ব্রজেৎ।।"
(অয়মেব বৃত্তান্তো মহাচীনাচারক্রমেঽপি সবিস্তরং বর্ণিতঃ।)

(৩)

(বুদ্ধস্য কামশাস্ত্রাচার্য্যত্বং স্পষ্টমুক্তঃ মীননাথকৃত-
স্মরদীপিকায়াম্।)

"সারং নিষ্ক্রম্য বুদ্ধাদিমুনীনাং প্রমুখাৎ শ্রুতম্।
শ্রীমতা মীননাথেন ক্রিয়তে স্মরদীপিকা।।
কামশাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞা ভবন্তি ঘোষিতঃ সদা।
যে বৈ শাস্ত্রং ন জানন্তি রমন্তে বৃষভা যথা ।।"

(মহাচীনক্রমো গান্ধর্ব্বেঽপি বর্ণিতঃ।)

বঙ্গানুবাদ — "পূজাকাল ব্যতীত কখনও নিরাবরণা শক্তিকে দর্শন করিবে না এবং সাধকগণ পূজাকাল ব্যতীত কখনও মদ্য পান করিবেন না। দর্শন ও পান করিলে পরমায়ুক্ষয় হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে।" (এই বৃত্তান্ত মহাচীনাচারক্রমেও বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে)

(৩)

(মীননাথ বিরচিত স্মরদীপিকাগ্রন্থে বুদ্ধদেবের কামশাস্ত্র বিষয়ে আশ্চর্য্যত্ব স্পষ্ট উল্লেখ আছে)

"বুদ্ধ প্রভৃতি মুনিগণের মুখ হইতে শ্রুত সার নিষ্কাষণপূর্ব্বক শ্রীমান্ মীননাথ স্মরদীপিকাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছে। কামশাস্ত্রবিষয়ে যোষিদ্‌গণ সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। যাহারা শাস্ত্র জানে না, তাহারা বৃষের ন্যায় রমণ করিয়া থাকে।" (গান্ধর্ব শাস্ত্রেও মহাবীরক্রম বর্ণিত হইয়াছে।)